জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ভাতাবৃদ্ধি

পুজোর আগে আংশিক সময়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের ভাতা বাড়াল রাজ্য। এতদিন তাঁরা মাসে দু'হাজার টাকা পেতেন। এবার মাসে পাবেন ৫ হাজার টাকা। ১ অগাস্ট থেকে এই ভাতা কার্যকর হবে

সুস্পষ্ট নিম্নচাপ

আগামী ২৪ ঘণ্টায় সুস্পষ্ট নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা। রাজ্য জুড়ে ফের বৃষ্টি। উত্তাল হবে সমুদ্র। কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বৃষ্টি না হলেও অস্বস্তি থাকবে

নিউ টাউনে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে যাবজ্জীবন

এবার পর্যটনে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নপূরণ আগামী দিনে বাংলার নয়া লক্ষ্য

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৯৫ • ২৮ অগাস্ট, ২০২৫ • ১১ ভাদ্র ১৪৩২ • বৃহস্পতিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 95 • JAGO BANGLA • THURSDAY • 28 AUGUST, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

মহারাষ্ট্র নিবাসে গণেশ-বন্দনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিকেলে।

থাকছেন নেত্রী ও অভিষেক ■ শহরে পড়ুয়াদের ঢল

আঠাশের সমাবেশে ছাব্বিশের দিকনির্দেশ

প্রতিবেদন : ২৮-এর সমাবেশে ২০২৬-এর দিকনির্দেশিকা! তাই-ই তো। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসে পথনির্দেশ করবেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আক্ষরিক অর্থেই আজ ২৮শের ছাত্র সমাবেশ অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিতে চলেছে। দেশের ছাত্র সমাবেশের ইতিহাসে এতবড় মাপের জনসভা এর আগে হয়নি। দেশের কোনও রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন এই জনসমাবেশ করতে পারেনি আর আগামী দিনেও পারবে না। রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। বুধবার বিকেলে যখন একথা বলছেন তখনও মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বিশাল মঞ্চের শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতির কাজ চলছে। রাজ্য সভাপতি কখনও সংগঠনের ছেলেমেয়েদের নির্দেশ দিচ্ছেন, আবার কখনও পুলিশ-প্রশাসন এবং নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। কারণ, আজ এই ছাত্র সমাবেশের প্রধান বক্তা জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে থাকবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তার দিকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ— সারা রাজ্য থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত (এরপর ১০ পাতায়)

প্রতিষ্ঠাদিবসের সমাবেশ উপলক্ষে জেলা থেকে আসা সমর্থক-কর্মীদের উপচে-পড়া ভিড় শিয়ালদহ স্টেশনে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে আজ বিশেষ ক্রোড়পত্র

একনজরে

বিশ্বরেকর্ড গড়ল বাংলার কোয়েল

■ ১৯২ কেজি ভারোত্তোলনে বিশ্বরেকর্ড বাংলার মেয়ে কোয়েল বরের। হাওড়ার বাসিন্দা কোয়েল আমেদাবাদে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বরেকর্ডের হ্যাটট্রিক করে জোড়া সোনা জিতেছেন। তাঁর এই সাফল্যে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫৩ কেজি বিভাগে ১৯২ কেজি। ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে ১০৭ কেজি। স্ন্যাচে ৮৫ কেজি ভারোত্তোলন করেছেন কোয়েল বর।

কাশ্মীরে হড়পা বানে মৃত ৪০

■ জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরায় বৈষ্ণোদেবী তীর্থযাত্রার পথে ভূমিধসে কমপক্ষে ৪০ জন মৃত ও আহত বহু। পুণ্যার্থীদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধস। জম্মুতে সেতু ভেঙে পড়েছে এবং বিদ্যুতের লাইন ও মোবাইল টাওয়ারের ক্ষতি হয়েছে। ৩,৫০০ জনকে সরানো হয়েছে।

পুজো অনুদানের পক্ষেই আদালত

■ ভেস্তে গেল বামেদের চক্রান্ত। দুর্গাপুজোর অর্থনীতি চাঙ্গা করতে সরকারি অনুদানেই মান্যতা কলকাতা হাইকোর্টের। কোর্টের নির্দেশ, অনুদান পেতে হলে হিসেব দেওয়া বাধ্যতামূলক। রাজ্যের এজি কিশোর দত্ত জানান, গতবছর কলকাতা পুলিশের আওতাধীন এলাকায় ২৮৭৬টি পুজো কমিটিকে অনুদান দেওয়া হয়, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট প্রত্যেকে দিয়েছে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ঝাড়বাতি

ঝাড়ে ঝাড়ে ঝাড়বাতি দাও
দেখবে চমকে যাচ্ছে,
ঝাড়বাতির ঝাড়ে ঝাড়ে
অনেক সিন্ধু ডাকছে।
ধূলি সরণির ঝাড়বাতি ঝড়ে
গোধূলি লগ্ন লালচে,
ইকিম-চিকিম সুর ঝংকারে
আলো ফুটছে আঁধার ঘরে,
ঝাড়বাতি তুমি নব অলঙ্কার,
নয়কো বড়াই অহঙ্কার।
ঝাড়ে, ঝাড়ে, ঝড়ে, ঝড়ে
ঝলকানিতে ফুল সম্ভার।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাণনাশের হুমকি অভিষেককে, ধৃত

■ সমাজ মাধ্যমে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে হরিয়ানার আম্বালা থেকে গ্রেফতার সারিজুল শেখ। বাড়ি মুর্শিদাবাদের ডোমকলের আমিনাবাদে। গত ২৪ অগাস্ট মুর্শিদাবাদের সাইবার ক্রাইম থানায় এক ব্যক্তি অভিযোগ জানান। তদন্ত করে গ্রেফতার। ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে আনা হচ্ছে। (বিস্তারিত ভিতরে)

পুজোয় বিদ্যুৎ দফতরের চব্বিশ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম

প্রতিবেদন : আসন্ন পুজোয় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বুধবার থেকেই চালু হয়ে গেল বিদ্যুৎ দফতরের ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম। এদিন সল্টলেকের বিদ্যুৎ ভবনে কন্ট্রোল রুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি জানান, পুজোর সময় পুলিশ ও প্রশাসনের পাশাপাশি দিনরাত সজাগ থাকে বিদ্যুৎ দফতর। উৎসবের দিনে ছুটি না নিয়ে (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
28 August, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৮০
শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০) এদিন প্রয়াত হন।

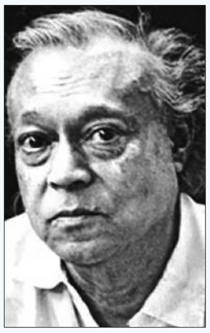

কথার পিঠে কথা চালিয়ে 'পান' (pun) তৈরিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এই প্রখ্যাত সাহিত্যিক। চাঁচল রাজবাড়ির ছেলে, কিন্তু অল্প বয়সেই বাড়ির বন্ধন কাটিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ছাত্রাবস্থায় স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জেল খেটেছেন। সাংবাদিকতাও করেছেন। সাহিত্যজীবনের শুরুতে কবিতাও লিখেছেন। তবে ছেলে-বুড়ো সবার মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন মূলত হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন ও বিনির মতো চরিত্র সৃষ্টির সুবাদে। হাসির গল্পের বাইরে তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে আছে 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি', আত্মজীবনীমূলক 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' প্রভৃতি। অকৃতদার 'শিব্রাম চকরবরতি' ১৩৪ নং মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মেসবাড়িতে 'মুক্তারামের তক্তারামে শুক্তোরাম খেয়ে' আমৃত্যু ৬০ বছর কাটিয়ে গিয়েছেন।

১৮৫৬
স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) এদিন কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাইদের মধ্যে অন্যতম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রায় বারো বছর। এ ছাড়া 'বালক' নামে আর একটি কিশোরদের উপযোগী পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ১৮৮৯-তে কংগ্রেসের মুম্বই অধিবেশনে যোগ দেন। নারীকল্যাণের উদ্দেশ্যে 'সখি সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। রচিত উপন্যাস 'স্নেহলতা', 'ফুলের মালা', 'কাহাকে', নাটক 'রাজকন্যা', 'দিব্যকমল', কাব্যগ্রন্থ 'গাথা', 'বসন্ত উৎসব', 'গীতিগুচ্ছ' ইত্যাদি।

১৯৮৬
প্রিন্সেস ডায়ানা ও প্রিন্স চার্লসের মধ্যে বিয়ে ভেঙে যায় এদিন। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের এই নিঃসন্তান দম্পতির বিয়ে পনেরো বছর টিকেছিল। এর ঠিক চার মাস আগে প্রিন্স চার্লসের ভাই অ্যান্ড্রুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সারার বিবাহবিচ্ছেদ হয়। পরপর দুটো ধাক্কায় রাজপরিবার বেসামাল হয়ে পড়ে।

১৯৭০
বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭০-২০১৫) এদিন কলকাতায় জন্ম নেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি 'সম্প্রদান' ২০০০-এ তিন-তিনটে বিএফজেএ পুরস্কার পেয়েছিল। ২০০৩-এ বিএফজেএ-র কাছ থেকেই তিনি সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিমান পরিচালকের সম্মান পান। হেলসেঙ্কি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'দেবদাস' ছাড়া আর যে ভারতীয় ছবি প্রদর্শিত হয় সেটি বাপ্পাদিত্য পরিচালিত 'শিল্পান্তর'। এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য দেবশ্রী রায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে কলাকার সম্মান পান। তাঁর পরিচালিত অন্য ছবিগুলোর মধ্যে আছে 'দেবকী', 'কাঁটাতার', 'কাগজের বউ' ইত্যাদি।

১৯২৮
উস্তাদ বিলায়েত হুসেন খান (১৯২৮-২০০৪) এদিন অধুনা বাংলাদেশের গৌরীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিখ্যাত সেতারবাদকের বাবাও ছিলেন খ্যাতনামা সেতার বাজিয়ে, উস্তাদ এনায়েত খান। ভারতীয় রাগ সংগীতকে যাঁরা বাদনশৈলীর মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন, বিলায়েত খান তাঁদের অন্যতম। এক-একটি বাদ্যযন্ত্র এক-একজন শিল্পীর জন্য তৈরি হয়। সানাই যেমন বিসমিল্লা খানের জন্য, সরোদ যেমন আলি আকবর খানের জন্য, তেমনই বিসমিল্লা খানের জন্য সেতার। ইটাওয়া ঘরানার এই শিল্পী দেশ-বিদেশের শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন বাঁহাতে মিড়ের দ্রুত ওঠানামার মাধ্যমে একহারা তান এবং দুরূহ মিড়যুক্ত খেয়াল অঙ্গের তান বাজিয়ে। আলাপ, খেয়াল ও ঠুংরি গায়কদের কণ্ঠের তাবৎ অলঙ্কার, সব ধ্বনি ফুটিয়ে তুলতেন সেতারে। নতুন ধরনের সেতার আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু কখনও লালায়িত হননি সরকারি পুরস্কারের জন্য। তাই, হাসিমুখে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণের মতো খেতাব।

পার্টির কর্মসূচি

কোদালিয়া ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৫, ১৪৬ এবং ১৪৭নং বুথ নিয়ে দক্ষিণায়ন দুর্গামন্দিরে অনুষ্ঠিত 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ নির্মাল্য চক্রবর্তী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮৭

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. ছাদ নির্মাণকারী, ঘরামি ৪. হাজির হওয়ার হুকুমপত্র ৬. মায়ামঘর ৭. প্রয়োজন, আবশ্যকতা ৯. যাতায়াত ১২. চট্চটে, আঠাযুক্ত ১৩. জলের শত্রু ১৪. জমির মাপ।

উপর-নিচ : ১. ছাঁদনাতলা ২. অনেক, বহু ৩. সীমা ৫. —পরিলে গলে প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে ৮. (আল.) অতি নিষ্ঠুর ১০. ঠমক, হাবভাবযুক্ত চলার ভঙ্গি ১১. ভাগীদারহীন ১২. কাঁচা তরকারি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮৬ : পাশাপাশি : ১. অতিমনা ৩. তমিজ ৫. কবি ৭. চকিত ৮. মহাঢ্য ১০. মানস ১২. ওরাওঁ ১৪. রফা ১৭. খপোত ১৮. লাবণিক। **উপর-নিচ :** ১. অলুক ২. নাকচ ৩. তরতম ৪. জঙ্গি ৬. বিজন ৯. হাপর ১১. সওগাত ১৩. ওঁচলা ১৫. ফাটক ১৬. শখ।

২৭ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০১৭০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০২২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৭১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৬৬০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.২৬	৮৭.১৬
ইউরো	১০২.৭৫	১০১.০৯
পাউন্ড	১১৮.৮৪	১১৭.২২

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেব

■ অনন্যা পাণ্ডে

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

আমার শহর

■ আজ মেয়ো রোডে টিএমসিপির প্রতিষ্ঠাদিবসে ছাত্র সমাবেশ। (বাঁদিকে) বুধবার শিয়ালদহ স্টেশনে জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। সভাস্থলে পোস্টার। শিয়ালদহ স্টেশনে সেবাশ্রয়-এর মেডিক্যাল ক্যাম্প। মঞ্চের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ টিএমসিপি কর্মীরা।

পর্যটনে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নপূরণ রাজ্যের সামনে নতুন লক্ষ্য

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ইতিমধ্যে দেশ নয়, আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে বাংলা। তবে এখানেই শেষ নয়, আগামীতে পর্যটন ক্ষেত্রকে পাখির চোখ করে একগুচ্ছ প্রকল্প তৈরি বলেই জানালেন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। বুধবার কলকাতায় বণিকসভা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত ট্যুরিজম কনক্লেভ-এ যোগ দিয়ে তিনি জানান, ২০১১ সালে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজ্যকে দেশের শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার। সেই লক্ষ্য পূরণে অনেকটাই এগিয়েছে বাংলা। রাজ্য সরকারের পর্যটনবান্ধব একাধিক নীতির সুযোগ নিয়ে পাখা মেলেছে পর্যটন শিল্প। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে বাংলা এখন সেরা পর্যটন গন্তব্য। তবে এখানেই শেষ নয়, ২০২৬ সালে চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় আসার পর পর্যটন শিল্পের বিকাশে আরও বেশ কিছু পরিকল্পনা প্রস্তুত রয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী কলকাতাকে কেন্দ্র করে নদীভিত্তিক পর্যটন নিয়ে উৎসাহী।

■ এমসিসিআই ট্যুরিজম কনক্লেভের সূচনায় পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টরা। বুধবার।

বিষয়টি নিয়ে কলকাতা বন্দরের সঙ্গে আলোচনার নির্দেশ দিয়েছেন। খুব শীঘ্রই নদীভিত্তিক পর্যটন বিকাশের রূপরেখা স্থির করতে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে।

সম্মেলনে কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমন জানান, কলকাতাকে কেন্দ্র করে শীঘ্রই বিশ্বমানের রিভার ক্রুজ টার্মিনাল প্রকল্প নিয়ে আসা হচ্ছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হুগলি নদীর দুই তীরে বন্দরের বহু জমি রয়েছে। এই জমি ব্যবহার করে পর্যটকদের বিনোদনের নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ-ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সহায়তাও মিলছে বলে জানিয়েছেন বন্দর চেয়ারম্যান। পর্যটন সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী জানান, সরকারের হোম-স্টে উৎসাহ নীতির সুযোগ নিয়ে একাধিক পর্যটন কেন্দ্রে বহু হোম-স্টে তৈরি হয়েছে। বাস্তবে হোম-স্টেগুলি কীরকম কাজ করছে তা জানতে সমীক্ষা করেছে রাজ্য।

পুজো অনুদানের পক্ষেই আদালত

প্রতিবেদন : আদালতে ফের ভেস্তে গেল বামেদের চক্রান্ত। দুর্গাপুজোর অর্থনীতি চাঙ্গা করতে সরকারি অনুদানেই মান্যতা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে উচ্চ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, সরকারের অনুদান পেতে হলে হিসেব দেওয়া বাধ্যতামূলক! অর্থাৎ গতবছর যেসব পুজো কমিটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি অনুদানের হিসেব দিয়েছে, তারাই এ-বছর অনুদান পাবে। যারা অনুদানের হিসেব কিংবা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয়নি, তারা অনুদান পাওয়ার যোগ্য নয়! বুধবার পুজোর অনুদানের বিরোধিতায় হওয়া মামলায় স্পষ্ট জানিয়ে দিল হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল ও স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে তৃণমূল। একইসঙ্গে প্রতিবছর পুজোর অনুদান আটকাতে রাম-বাম-কং আইনজীবীর একাংশের নোংরা রাজনীতিরও তীব্র নিন্দা করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

গত শুনানিতে অনুদান নিয়ে গতবছর পর্যন্ত কতগুলো পুজো কমিটি খরচের হিসেব দিয়েছে, কারা দেয়নি, তা জানতে চেয়েছিল আদালত। এদিনের শুনানিতে সেই হিসেব দিয়ে রাজ্যের এজি কিশোর দত্ত জানান, গতবছরের কলকাতা পুলিশের আওতাধীন ২৮৭৬টি পুজো কমিটিকে অনুদান দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকেই হিসাব বা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিয়েছে। জেলা পুলিশের এলাকায় ৪১৭৯৫টি পুজো কমিটি অনুদান গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে ৪১৭৯২টি পুজো কমিটি হিসাব দিয়েছে। শুধুমাত্র শিলিগুড়ির ৩টি পুজো কমিটি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেয়নি। আদালতের এই রায় নিয়ে তৃণমূলের তরফে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, মহামান্য হাইকোর্ট যথার্থই বলেছেন। যাঁরা অনুদানের হিসেব দেন, তাঁরাই পরের বছর অনুদান পাবেন। যাঁরা দেবেন না, পরের বার এমনিতেই পাবেন না। রাজ্য সরকারের তরফে অনুদান চালু হওয়া ইস্তক এই সিস্টেমই চালু রয়েছে। সব পুজো কমিটি সেটা জানে। কিন্তু বিজেপি-সিপিএম আর কংগ্রেসের একাংশের আইনজীবীরা পুজো এলেই অনুদানে বাধা দেওয়ার যে শকুনের রাজনীতি করে এসেছেন, তাতে আজকে আদালত জল ঢেলে দিল।

শপিং স্পেশাল বাস পরিবহণ দফতরের

প্রতিবেদন : নাইট স্পেশাল, লেডিস স্পেশালের পর এবার শপিং স্পেশাল বাস চালু করতে চলেছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। মূলত হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশনের মাঝে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। ফলে পুজোর আগে কেনাকাটা করতে গিয়ে বাসে যে বিপুল পরিমাণে ভিড় হয় তা থেকে অনেকটাই রেহাই মিলবে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, পুজোর দিনগুলিতে পঞ্চমী থেকে নবমী রাত্রিকালীন বাস সার্ভিস মিলবে। যা শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনকে যুক্ত করে চলবে বারাসত পর্যন্ত। পুজোর ১৫ দিন আগে থেকে এই বাস পরিষেবা শুরু হবে। হাওড়া শিয়ালদহ স্টেশন থেকে গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার, নিউ মার্কেটে শপিং স্পেশাল বাস চলবে। প্রথমে ২৫টি স্পেশাল বাস চালানো হবে। চাহিদা বাড়লে বাড়তে পারে বাস। পাশাপাশি, কলকাতার বনেদি বাড়ির ঠাকুর দেখার জন্য ভলভো এসি বাসের ব্যবস্থা করেছে পরিবহণ দফতর। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে এসপ্ল্যানেড ট্রাম ডিপো থেকে সকাল ৮টায় বাস ছাড়বে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ২২০০ টাকা এবং ৫-১০ বছরের শিশুদের জন্য ১৬৫০ টাকা ভাড়া ধার্য করা হয়েছে। এই সফরে বদনচন্দ্র রায় বাড়ি, বাগবাজার হালদার বাড়ি, বেলুড় মঠ, শোভাবাজার রাজবাড়ি ১, রাজবাড়ি ২, ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর বাড়ি (অষ্টমী ব্যতীত), রানি রাসমণির বাড়ি, বেহালা রায় বাড়ি,

■ পুজো পরিক্রমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বুধবার।

বেহালা সোনার দুর্গা বাড়ি, সাবর্ণ রায়চৌধুরী বাড়ির আটচালার পুজো, সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের মেজ বাড়ির পুজো থাকবে তালিকায়। এদিন পুজো পরিক্রমা প্রকাশ করে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর কালচারাল হেরিটেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। পুজো কার্নিভাল দেখতে ছুটে আসেন দেশ-বিদেশের মানুষ। বাংলার দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে লক্ষ কোটি টাকার ওপর ব্যবসা-বাণিজ্য হয়। কত মানুষের সারা বছরের উপার্জন এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। বাংলার সংস্কৃতি, আর্ট, কালচার প্রদর্শিত হয় পান্ডেলগুলিতে।

পুজোর আগেই চালু রুফটপ ক্যাফে-রেস্তোরাঁ

প্রতিবেদন : পুজোর আগেই একগুচ্ছ শর্তসাপেক্ষে খুলছে রুফটপ ক্যাফে-রেস্তোরাঁ! শহরে অগ্নিকাণ্ড রুখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে দেওয়া বিশেষ কমিটির চূড়ান্ত বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বৈঠকে বিভিন্ন দফতর যৌথভাবে রাজ্যজুড়ে রুফটপ ক্যাফে-রেস্তোরাঁর জন্য অভিন্ন নীতিমালা (এসওপি) তৈরিতে সম্মত হয়েছে। বুধবার কলকাতা পুরসভায় বৈঠক শেষে মেয়র জানান, অনাবাসিক বহুতলের ক্ষেত্রে ছাদের উপর রাস্তার দিকে ৫০ শতাংশ জায়গা খালি রেখে ক্যাফে-রেস্তোরাঁ চলবে। থাকতে হবে বৈধ ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট। রান্নার ক্ষেত্রে গ্যাস সিলিন্ডার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ব্যবহার করতে হবে বৈদ্যুতিক ওভেন, মাইক্রোওয়েভ। সিঁড়ি ও নির্গমনপথ সবসময় খালি রাখতে হবে। এছাড়াও তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ফায়ার অডিট করিয়ে দমকলকে রিপোর্ট দিতে হবে। 'তিনমাসের মধ্যে সমস্ত শর্ত মানা হবে'— এই মর্মে

■ অগ্নিনির্বাপণ নিয়ে বৈঠক কলকাতা পুরসভায়।

১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মুচলেকা দিয়ে ক্যাফে-রেস্তোরাঁ খোলা যাবে। পাশাপাশি, ছাদের বিক্রিতে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, নতুন করে কোনও বহুতলের ছাদেই ক্যাফে-রেস্তোরাঁর অনুমোদন দেওয়া হবে না। এদিনের বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু, জাভেদ খান, প্রদীপ মজুমদার, নগরপাল মনোজ ভার্মা-সহ রাজ্য পুলিশ, দমকল, পুরসভা ও অন্যান্য দফতরের আধিকারিকরা।

নিম্নচাপ, চলবে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপ আরও সুপষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। ফলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে রাজ্য জুড়ে। উত্তাল থাকবে সমুদ্র। যদিও কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলতে থাকবে। শুক্রবার পর্যন্ত একইরকম থাকবে আবহাওয়া। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বৃষ্টি না হলেও অস্বস্তি বজায় থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে দার্জিলিং ও কোচবিহারে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে বইবে ঝোড়ো বাতাস। রবিবার পর্যন্ত উত্তরের জেলাগুলিতে বৃষ্টি চলবে।

সম্পাদকীয়

28 August, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্পষ্ট বার্তা

বারবার বাধা দিয়েছে বিরোধী দলগুলি। পুজোর অনুদান নিয়ে মামলা। সেই বাধা কাটিয়ে দিল আদালতই। বুধবার স্পষ্ট বার্তা আদালতের, অনুদান চলুক। অর্থাৎ রাজ্যের উদ্যোগে সিলমোহর। কেন এই অনুদান? মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এই অনুদানের কারণে বাংলায় পুজোর যে ব্যবসা-বাণিজ্য, এক লাফে তা প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। পুজোকে কেন্দ্র করে ডেকরেটর্স, শিল্পী, ছোট ব্যবসায়ী, মৃৎশিল্পী, থিমশিল্পী, ইলেকট্রিক ও লাইটের ব্যবসায়ী, প্রিন্টিং, ব্যানার-হোর্ডিংয়ের ব্যবসায়ী, ফুলের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সঙ্গীত শিল্পী, পরিবহণ ব্যবসায়ী, হোটেল ব্যবসায়ীদের বিরাট কাজের সুযোগ তৈরি করে দেয়। সারা বছর ধরে তাঁরা পুজোর অপেক্ষায় থাকেন। গ্রামীণ থেকে শহরের অর্থনীতি, সবটাই চাঙ্গা হয়। কাজ পান মানুষ। এত বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশে আর একটাও আছে কি না সন্দেহ। দুর্গাপুজো এখন শুধু উৎসব নয়, বিরাট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যা গোটা বাংলাকে চাঙ্গা করে দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর অনুদানের কারণে রাজ্য জুড়ে কয়েক হাজার পুজোয় প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এটা বিরোধীরা বোঝে। আর তাই বারবার তা আটকাতে মামলার পর মামলা। যেভাবে হোক অনুদান বন্ধ করলে তাদের ফায়দা। মানুষ চুলোয় যাক। বিরোধীদের তাতে কিছু যায়-আসে না। কোর্টের রায়ে এই জায়গাতেই বিরাট ধাক্কা তাদের। একদিকে কেন্দ্রের বঞ্চনা, অন্যদিকে বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা, এর মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মানুষের পাশে। লোকে দেখতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন, আসলে বাংলা দরদি কারা! যারা মানুষের রুটি-রুজি নিয়ে রাজনীতি করে তাদের মানুষই শিক্ষা দেবেন, যথাসময়ে, যথাস্থানে।

পার্টটাইম কর্মীদের মাসিক ভাতা বাড়াল রাজ্য সরকার

প্রতিবেদন : পুজোর আগে বড় খবর রাজ্য সরকারি আংশিক সময়ের কর্মীদের জন্য। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন দফতর ও সরকার অধীনস্থ সংস্থায় কর্মরত পার্টটাইম চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করেছে রাজ্য সরকার। এতদিন এই কর্মীরা মাসে মাত্র ২ হাজার টাকা করে ভাতা পেতেন। অর্থ দফতরের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী দিনে তাঁরা পাবেন মাসে ৫ হাজার টাকা। অর্থ দফতরের তরফে গত ২৬ অগাস্ট একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, অগাস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে এই বাড়তি ভাতা কার্যকর হবে। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে এই বিজ্ঞপ্তি সমস্ত রাজ্য দফতর ও অধীনস্থ সংস্থাগুলির কাছে পাঠানো হয়েছে। সরকারি কলেজ, ব্লক অফিস, বিভিন্ন দফতর এবং বিভিন্ন সংস্থায় মূলত এক বা দু'বছরের চুক্তিভিত্তিক সময়ের জন্য এই ধরনের পার্টটাইম গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগ করা হয়। দৈনন্দিন কাজের সুবিধা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে এঁদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন নামমাত্র ভাতায় কাজ করলেও, এবার তাঁদের জন্য একধাপ স্বস্তি নিয়ে এল রাজ্য সরকার। এই সিদ্ধান্ত সরকার-কর্মী সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করবে। একইসঙ্গে সাধারণ কর্মীদের পাশে থাকার বার্তাও স্পষ্ট করল নবান্ন।

ইআরও, এইআরও নিয়োগের নির্দেশ

প্রতিবেদন : ফাঁকা পড়ে থাকা বেশ কিছু বিধানসভা কেন্দ্রে দ্রুত ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন আধিকারিক (ইআরও) এবং অ্যাসিসটেন্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন আধিকারিক (এইআরও) নিয়োগের নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে চিঠি দিয়ে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার কথা জানিয়েছেন। কমিশনের তরফে আগামী শুক্রবারের মধ্যে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের পরই নবান্নে তৎপরতা শুরু হয়েছে। মুখ্যসচিব এদিনই জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রতিটি জেলাশাসককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাকি থাকা বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে দ্রুত আধিকারিক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে।

বাংলার জাতীয়তাবাদী ছাত্র আন্দোলন

বিস্মৃতপ্রায় অতীত থেকে বিস্ময় জাগানো আগামী

আজ এক ঐতিহাসিক দিন। বাংলার জাতীয়তাবাদী ছাত্র আন্দোলনের মাহেন্দ্রক্ষণ রচনার তিথি। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস। এই পবিত্র দিনে তাই স্মরণে মননে ফেলে আসা দিনের কথা আর আগামীর রূপরেখা। একটি গ্রন্থকে কেন্দ্রবিন্দু করে এই রোমন্থন ও আবর্তন। আলোচনায় অধ্যাপক **দীপায়ন দত্ত রায়** ও অধ্যাপক **শ্যামলকুমার দরিপা**

রোমান ঐতিহাসিক সিসেরো বলেছিলেন, ইতিহাসই জীবনের প্রকৃত শিক্ষক। বাঙালির এমনিতেই দুর্নাম রয়েছে 'ইতিহাসবিস্মৃত জাতি' বলে। তদুপরি, সভ্য সমাজের অগ্রগতির অন্যতম স্তম্ভ যে ছাত্র রাজনীতি, বাংলায় দীর্ঘদিন তার কোনও প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ লেখার কেউ উদ্যোগ নেয়নি। এই আক্ষেপ অনেকাংশে ঘুচেছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের উদ্যোগে, অধ্যাপক সন্দীপন মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সাথী' (২০২৪) গ্রন্থটির মাধ্যমে। বিষয়বস্তু বাংলার সুদীর্ঘ, ঘটনাবহুল এবং গৌরবোজ্জ্বল ছাত্র আন্দোলন। এই গ্রন্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের একাধারে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাঠ দেবে, আপসহীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আদর্শে দীক্ষিত করবে এবং সর্বোপরি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানবতার মন্ত্রে মন্দ্রিত করবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের বহু প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (যাদের অধিকাংশই ছাত্র রাজনীতির ফসল) সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধির লেখা স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। প্রথমেই সংক্ষিপ্ত 'শুভেচ্ছাবার্তা'য় জননেত্রী, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়— যার নিজের উত্থানও যোগমায়া দেবী কলেজে ছাত্র রাজনীতি থেকে এবং যাঁর নেতৃত্বে বাংলা তথা জাতীয়তাবাদী ছাত্র আন্দোলন নতুন দিশা পেয়েছিল— তাঁর তরুণ বয়সের কূটনৈতিক উপলব্ধির কথা লিখেছেন— 'বাংলার ছাত্র আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী ঠান্ডা যুদ্ধে বামপন্থীদের একটা ভোঁতা অস্ত্র হতে পারে না। আন্দোলনে বাংলার ছাত্রছাত্রীদের দেশপ্রেমী ও জাতীয়তাবাদী কণ্ঠস্বরকে প্রাধান্য দিতেই হবে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংগ্রামী পথের দিশায় একাগ্রতা ও নির্লোভি থাকার' ব্রত, তাঁর নির্মোহ জীবনবেদ ছাত্রসমাজের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ। পরবর্তী 'শুভেচ্ছাবার্তা'টি মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাংলার ছাত্রসমাজ তথা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দায়িত্ব তাদেরকে নিজের সুলিখিত বার্তায় মনে করিয়ে দিয়েছেন জননেতা অভিষেক। সঙ্গে বলেছেন, 'ছাত্র নির্বাচন ফিরিয়ে আনতে হবে। সুষ্ঠু গণতন্ত্র এবং নতুন প্রজন্মের কাছে সঠিক রাজনীতির পাঠের জন্য এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ, আমাদের বাঁচার প্রেরণা, আমাদের ভবিষ্যতে বাঁচার দিশা একমাত্র ছাত্রসমাজ, যাদের তেজে পরাজিত হবে কুচক্রীরা।' মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'আজকের তৃণমূল ছাত্র সংসদ বাংলার জন্য যে প্রাগভাষ রচনা করে যাচ্ছে, তার উত্তরভাষ সুনিপুণভাবে লেখার দায়িত্ব আমাদের ভাবী প্রজন্মের।' ছাত্র আন্দোলনের বৈপ্লবিক ইতিহাসে ঋদ্ধ এই সংকলনের ছত্রে ছত্রে উচ্চারিত 'ভাবী প্রজন্মের' জয়যাত্রা। আগামীর এই প্রাণচঞ্চল, সৃষ্টিশীল, নবজোয়ার বইয়ের

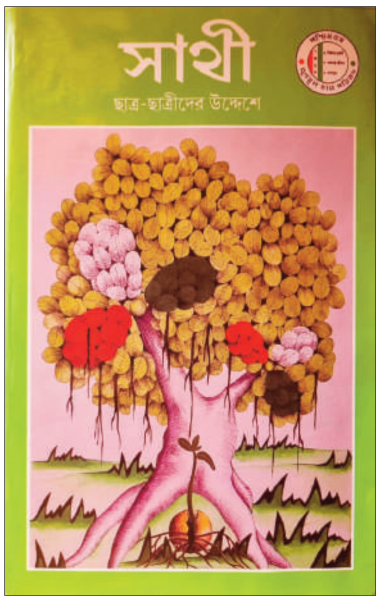

প্রচ্ছদভাবনাতেও স্পষ্ট।

দাঙ্গাবাজ বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের সৌজন্যে ভারতবর্ষ যখন বহু খণ্ডে খণ্ডিত, যখন আমাদের 'গোটা দেশ জুড়ে জউঘর', তখন একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার বৈপ্লবিক ভবিষ্যতের দিশারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেভাবে বিরোধীদের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও ইফতার পার্টির আয়োজন করেছে, তা সম্প্রীতির এক অনন্য নজির স্থাপন করল। প্রকৃত অর্থেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বাংলার যুবসমাজের 'সাথী'।

নবীন-প্রবীণের সমাবেশে ঋদ্ধ এই সংকলনে প্রতিটি নিবন্ধই তথ্যগুণে বিশিষ্ট। এসেছে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের মতো অগ্রপথিকের কথা, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রথম সভাপতি থাকাকালীন যিনি বাসে-ট্রেনে চেপে, গোটা রাজ্য পায়ে হেঁটে ঘুরে চরম বামপন্থী আগ্রাসনের যুগেও বিভিন্ন কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট গঠন করেছিলেন। পড়া জরুরি তাঁর 'বর্তমান ছাত্রসমাজের কাছে আমার আহ্বান' নিবন্ধটি। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় মাননীয় অরূপ বিশ্বাসের লেখা নিবন্ধটির কথা। নিউ আলিপুর কলেজের দিনগুলো থেকে ব্যক্তিগত স্তরে ছাত্ররাজনীতির আঙিনায় বাম ছাত্রসংগঠন এসএফআইয়ের অকথ্য অত্যাচারের যে ভয়াবহ ইতিহাস তুলে ধরেছেন, তা পড়তে পড়তে তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে শুধুই ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পড়াশোনাকে গুরুত্বহীন করে দিয়ে ছাত্র রাজনীতির নামে মাৎস্যন্যায় চালানো ছিল তথাকথিত বাম ছাত্র সংগঠনগুলির রোজনামচা। শুধু অরূপ বিশ্বাস নয়, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, দেবব্রত চাকীর লেখাতেও বাম ছাত্র রাজনীতির কদর্য ছবিটি প্রকট হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে কৃষ্ণকুমার দাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রণব হাজরার ভয়াবহ অভিজ্ঞতাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আজকের প্রজন্ম সেই কদর্যতা, ভয়াবহতার কথা হয়তো জানে না। তাদের সকলের অবশ্য পাঠ্য 'সাথী'। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর আদর্শ এবং ছাত্রযুবদের আইকন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৎ, সহিষ্ণু অথচ প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের হিরণ্ময় ছটা-কে সম্বল করে, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের সুযোগ্য নেতৃত্বে এগিয়ে চলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ 'রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বীর সুভাষের' ভারতবর্ষকে জগৎসভায় আবার শ্রেষ্ঠ করে তোলার যজ্ঞে অবতীর্ণ হয়েছে। 'সাথী' সেই যজ্ঞেরই নান্দীমুখ রচনা করে দিল।

প্রখ্যাত সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্যের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের 'জন্মদিন' ২৮শে আগস্ট নিয়ে লেখা নিবন্ধটিও নিঃসন্দেহে এই সংকলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, বাম বিরোধী ছাত্র আন্দোলন মাত্রই তাত্ত্বিক দিক থেকে দুর্বল— এমন ভ্রান্ত ন্যারেটিভ বহুদিন ধরেই প্রচলিত। আমরা সবাই কমবেশি চিনি আগমার্কা এই বাম উন্নাসিকতাকে : সিপিএমের সমর্থক মাত্রই উচ্চশিক্ষিত, বাকি সবাই মূর্খ। কাজেই এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই, সিপিএমের ছাত্রদলও এই একই মিথ্যে ন্যারেটিভ লালন করবে। আশা করা যায়, 'সাথী' এই ন্যারেটিভকে বহুলাংশে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হবে।

তরুণ সম্পাদক সন্দীপন মিত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে, অত্যন্ত যত্নসহকারে বইটি নির্মাণ করেছেন। তথ্যনির্দেশ থেকে যাবতীয় সালতামামি, তথ্যের নিশ্চয়তা থেকে তত্ত্বের সহজপাচ্যতা, সবদিকেই নজর রেখেছেন তিনি, কারণ যতই হোক, এই বই মূলত 'ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে' লেখা। তাঁর নিজের লেখা নিবন্ধ 'জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও উন্নয়ন : কিছু জরুরি কথা' ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক তথা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জনগণের পাঠ করা উচিত। আশা রাখা যায়, বাংলার ছেলেমেয়েরা 'সাথী' পড়বে এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্নেহাশ্রয়ে অক্ষত রাখবে নিজেদের "কাঁচ-রোদ্দুর, ছায়া-অরণ্য, হৃদয়ের স্বপ্ন" ('কাঁচ-রোদ্দুর, ছায়া-অরণ্য'/ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)।

ছাত্রনেত্রী মমতা

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে সংগ্রামের বীজ বপন করেছিলেন তাঁর বাবা, প্রমিলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা প্রমিলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তখন সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোঝার বয়স হয়নি কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে যাতায়াত করতে করতে মনে অল্প অল্প করে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

বাবা ও মায়ের সহজ-সরল জীবনযাত্রা ও সততার শিক্ষা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে প্রভাবিত করে। স্কুল জীবনে পড়ার সময় বাবার কাছে দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবীদের লড়াই ও আত্মত্যাগের কথা ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন তাঁর মনকে প্রভাবিত করেছিল। কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগমায়া দেবী কলেজে ভর্তি হওয়ার পরেই আন্দোলনের জমি পান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে মমতা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিলেন। আবেগপ্রবণ না হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কার্যত জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারতেন না মমতা। জীবনের শুরু থেকেই যারা অঙ্ক কষে লাভ-লোকসানের হিসাব করে চলা শুরু করে তারা কোনওদিন মানুষের জন্য সংগ্রাম করবে না। দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষের অসহায় জীবন তাদের মনে রেখাপাত করে না। মমতা এক ব্যতিক্রমী চরিত্রের এবং তাঁর লড়াকু মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ প্রথম ঘটে কলেজ জীবনে। কলেজে ভর্তি হয়ে মমতা লক্ষ করে ছাত্র সংসদ ডিএসও-র হাতে এবং ওদের ভয়ে অধ্যাপকরাও তটস্থ থাকত। কোনও ছাত্রীর সরাসরি অধ্যক্ষ বা সহ-অধ্যক্ষের ঘরে প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। ডিএসও-র দখলে থাকা ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে ডিএসও-র কোনও প্রতিনিধিকে নিয়ে যেতে হবে। মমতা বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউনিয়নের শিকড় বেশ গভীরে, সেই জন্য সংগঠন গড়ে তোলার জন্য ছাত্রীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে শুরু করেন। ওঁর তেজী মনোভাবকে ডিএসও সমীহ করতে শুরু করে। মমতা বুঝতে পারেন এটাই সুবর্ণ সুযোগ এবং ঝাঁপিয়ে পড়েন সংগঠিত ছাত্রীদের নিয়ে। সংগ্রামের এই পর্যায়ে মমতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দ্বারা প্রভাবিত হন। নেতাজি সুভাষ বলেছিলেন, ‘‘ক্রীতদাসত্ব জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ আর অন্যায়ের সঙ্গে আপস সবচেয়ে বড় অপরাধ।’’ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিম্নলিখিত কথাগুলি মমতার মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেটা হল— ‘‘সংসারে যারা শুধু দিলে কিছু পেলে না, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, যারা নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই কোন অধিকার নেই, এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।’’

ডিএসও কলেজে মৌরসিপাট্টা চালিয়েছিল, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ওদের সংযত হতে বাধ্য করেছিলেন মমতা। আমি আশুতোষ কলেজের ছাত্র ছিলাম। ডিএসও-র স্বৈরাচারী কার্যকলাপ দেখেছি কিন্তু ইউনিয়ন ভেঙে ছাত্র পরিষদের ইউনিয়ন করতে পারিনি যা অসীম সাহসী মমতা করে দেখিয়েছিলেন এবং যোগমায়া দেবী কলেজে গড়ে উঠেছিল ছাত্র পরিষদের প্রথম সংগঠন। মমতার জীবনে ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের চারাগাছটি ডালপালা মেলতে শুরু করে। কলেজ থেকে পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন কিন্তু প্রথম বছর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর জন্য ক্লাস করতে পারেননি। কারণ ওরা জানত মমতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠন করতে দিলে বিপদ হবে। রাজ্যে তখন ওদেরই সরকার আর সেই জন্য পুলিশ প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সহযোগিতায় মমতাকে ব্যারিকেড করে আটকায়। এক বছরও ভাল করে পড়াশোনা করতে পারেননি সেই জন্য পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে ভালভাবে পাশ করেন। এরই মধ্যে মমতার রাজনীতির পরিধি অনেক বড় হয়েছে। জাতীয় ও রাজ্য-রাজনীতির বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা তখন নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নানা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে মমতা এমএ, বিএড ও এলএলবি পাশ করেন। এরপর আর পিছনে ফিরে দেখতে হয়নি, লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মমতা হয়ে উঠেছিলেন ‘অগ্নিকন্যা’।

২৮ অগাস্ট আমাদের সেন্টিমেন্ট

অশোক দেব

২৮ অগাস্ট আমার কাছে আমাদের কাছে সেন্টিমেন্ট। যেখানেই থাকি না কেন, এই দিনটায় আমি হাজির থাকবই সমাবেশে। সেই কবেকার কথা। ছাত্র রাজনীতি করেই তো উঠে এসেছি। অবিভক্ত কংগ্রেসের (ছাত্র পরিষদের) সভাপতি (১৯৮৬) ছিলাম। তারপর তো আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আজও পথ চলছি। চোখের সামনে কতগুলি প্রজন্মকে ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসে বড় হতে দেখলাম। সব থেকে বড় কথা, আমাদের নেত্রী—বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র রাজনীতি থেকেই উঠে এসেছেন। কতগুলি প্রজন্মকে তিনি হাতে করে তৈরি করে দিয়েছেন। আজ যারা ছাত্র রাজনীতি করতে আসছে, তাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রাম, তাঁর ছাত্র আন্দোলনের দিনগুলি, তৃণমূল কংগ্রেস তৈরির ইতিহাস জানা জরুরি। এমনি এমনি একটা দল এই জায়গায় পৌঁছয়নি। কত লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়েছে। সিপিএমের হাতে আমরা বেদম মার খেয়েছি। আমাদের কয়েক হাজার সহকর্মী শহিদ হয়েছে।

তবে আজকের এই প্রজন্মের ঝকঝকে ছেলেমেয়েদের যখন দেখি তারা রাজনীতিতে আগ্রহী, মিছিলে মিটিংয়ে আসছে, দারুণ বক্তব্য রাখছে, টিভিতেও দুরন্ত যুক্তি দিয়ে বলছে—দারুণ লাগে। ওরাই তো আগামীর ভবিষ্যৎ। ওদের হাতেই তো একটা সময় কালের নিয়মে ব্যাটন উঠবে। আজকের পরিস্থিতিতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের গর্ব তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী বলেন তা শোনার জন্য মুখিয়ে আছি। ছাত্র-ছাত্রীরাও শুনুক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সেদিনের ছাত্রনেত্রী আজকের মুখ্যমন্ত্রী

অরূপ বিশ্বাস

এসএফআইয়ের মার খেয়েই প্রথম ছাত্র রাজনীতির পাঠ নিয়েছিলাম নিউ আলিপুর কলেজে। আর সিপিএমের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়েই প্রথম মার খাওয়া এবং 'লাল-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে' শপথ নেওয়া। তারই সূত্র ধরে বছরখানেক বাদে বামেদের সঙ্গে কলেজে-কলেজে ছাত্র রাজনীতির তীব্র লড়াইয়ের মধ্যেই ১৯৮৩ সালে কংগ্রেসের এআইসিসি অধিবেশন বসেছিল কলকাতায়। সেই অধিবেশনে অ্যাকোমোডেশন সাব কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ছাত্রনেতা থেকে একাধিকবার বাংলার নানা গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রী হওয়া প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এনএসইউআই-এর সমস্ত ছাত্ররা ছিলেন আমাদের নিউ আলিপুর কলেজে। সেই কারণেই সুব্রতদা আমায় অ্যাকোমোডেশন সাব কমিটির কো-অর্ডিনেটর করেছিলেন। এটাই আমার জীবনের প্রথম পদ পাওয়া। একটা ছবি-সহ আইডেন্টিটি কার্ড করে দিয়েছিলেন সুব্রতদা। আজও সযত্নে সংরক্ষিত আছে আমার কাছে। এই অধিবেশনের কাজের সূত্রেই নিজাম প্যালেসে প্রথম জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় এবং প্রথম আলাপ থেকেই তাঁকে নেত্রী বলে মেনে নিয়েছিলাম। সেই শুরু, তখনই মনে মনে শপথ নিয়েছিলাম, আর দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ তিনিই আমার একমাত্র নেত্রী থাকবেন। সেদিন যিনি ছিলেন আমাদের ছাত্র-নেত্রী, আর তারপর বহু ত্যাগ-সংগ্রাম ও লড়াই পেরিয়ে আজ তিনি তিন-তিনবারের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, চতুর্থবার শপথ নেওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

একটা ছোট ঘটনা লেখার শুরুতে বলে রাখি। সেদিন এআইসিসি অধিবেশনে কাজের সূত্রে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে যাওয়া এবং চোখধাঁধানো সেই সর্বভারতীয় সম্মেলন দেখা। সেখানেই প্রথম কাছ থেকে দেখি এশিয়ার মুক্তিসূর্য ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। তখন অবশ্য নিরাপত্তার এত বাড়াবাড়ি ছিল না। বস্তুত এই কারণেই আমার সুযোগ হয়েছিল সামনে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে প্রণাম করার। ওটাই ছিল প্রথম জীবনের পরম প্রাপ্তি।

ছাত্র পরিষদ করতাম বলে, আমাদের নিউ আলিপুরের দুর্গাপুর কলোনির বাড়িতে অনেকবার চড়াও হয়েছে সিপিএমের হার্মাদেরা। লজ্জার কথা হল, এই হার্মাদদের হাত থেকে রেহাই পাননি আমার স্বর্গত মা-ও। তবে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি, কারণ ততদিনে এলাকার সাধারণ মানুষ আমার সঙ্গে চলে এসেছিলেন। কিন্তু বাবার শখের বেহালা পর্ণশ্রীর বাড়ি সিপিএম হামলা চালিয়ে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল। পরে পরিস্থিতির জেরে জলের দরে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন বাবা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তৈরির পর যখন জেলায় জেলায় ঘুরে সংগঠন করতে গিয়েছি তখনও দফায় দফায় সিপিএমের হামলার শিকার হয়েছি। পুরুলিয়ায় গেছি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভা করতে। স্টেশনে আমায় নিতে এসেছিল জয় নামের একজন ছাত্রনেতা, খুব সপ্রতিভ ছেলে ছিল তখন ওই জেলায়। কিন্তু স্টেশনে সিপিএমের লোকেরা আমায় আক্রমণ করবে বলে ট্রেনের কামরার গেটের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। জয়রা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি পরিস্থিতি বুঝতে পেরে উল্টোদিক থেকে লাইনে লাফ দিয়ে নেমে পড়ি। শেষে লাইন ধরে হেঁটে ওঁদের চোখে ধুলো দিয়ে ঠিক মিটিং স্পটে পৌঁছে যাই। বাম জমানায় সংগঠন করতে গিয়ে এমন অজস্র অত্যাচারের শিকার হয়েছি, সেই সমস্ত বিভীষিকাময় দিনগুলো মনে পড়লে এখন 'শূন্য' হওয়া সিপিএমকে দেখে করুণা হয়। এমনকী যে রাস্তা দিয়ে কোথাও যেতাম সেই রাস্তা দিয়ে ফিরতে পারতাম না। এমন অনেক ঘটনা আছে ছাত্র রাজনীতির পথ ধরে চলা জীবনে, যা পাতার পর পাতা, দিনের পর দিন লিখে শেষ করা যাবে না।

ছাত্রজীবন শুরু ইংরেজি মাধ্যমে, হস্টেলে থেকে 'দ্য মাল্টিভারসিটি' স্কুলে। মাধ্যমিক পাশ করে কলকাতায় এলাম। ভর্তি হলাম নিউ আলিপুর কলেজের একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে। সালটা ১৯৮২। কো-এডুকেশন কলেজ। কলেজের ছাত্র সংসদে তখন এসএফআই ক্ষমতায়। কলেজে তখন প্রতিদিনই সমস্ত নামকরা সিপিএম নেতা থেকে শুরু করে তাবড় এসএফআই নেতাদের দাপট চলছে। লাল পার্টির মিছিল-মিটিং হলে কলেজ থেকে ঝেঁটিয়ে সবাইকে যেতে বাধ্য করা হত। এমনই একটা মিছিলে একদিন যাওয়ার জন্য ক্লাসে এসে এসএফআই নেতারা বলে গেল। কিন্তু তখন আমার মায়ের নির্দেশ মাথায় ঘুরছিল। মা বলেছিলেন, ''কলেজে পড়ছ, ক্লাস রুম, লাইব্রেরি রুম আর কমনরুম ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না। কলেজ মানে শুধু পড়াশোনা।'' তাই আমরা ক্লাসের বন্ধুরা সবাই মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, কেউ পরদিন এসএফআই মিছিলে যাব না। যেমন কথা, তেমনই কাজ। পরদিন কেউ লালপার্টির ঝান্ডা ধরে কোনও মিছিলে গেলাম না। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় সমস্ত ছেলে-মেয়ে একসাথে ক্লাস করলাম। কিন্তু তখনও জানতাম না, ভাগ্যে কী আছে? জানা ছিল না, লালপার্টির এই একটা মিছিলে না যাওয়ার প্রভাব যে সারাজীবন বইতে হবে, বদলে দেবে জীবনের চলার পথ।

মিছিল শেষে কলেজে ফিরেই এসএফআইয়ের দাদারা ক্লাসে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কার কথায় ও কেন আমরা মিছিলে যাইনি? সবাই আমাকে দেখিয়ে দিল। আর মুহূর্তের মধ্যেই ওই দাদারা সবাই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল বেধড়ক মার। মাটিতে ফেলে একদফা পেটাল। বাবা মেরিনে চাকরি করতেন। বাইরে থেকে আনা একটা সুন্দর গেঞ্জি বাবা দিয়েছিলেন। সেই গেঞ্জিটা পরা ছিল। বুকের দু'পাশে সুতোর জাল ছিল। সেই জালের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে ছিঁড়ে দিল কমরেডরা। বেধড়ক মার খেয়ে শরীরে যতটা ব্যথা লেগেছিল তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম বাবার দেওয়া গেঞ্জিটা ছিঁড়ে দেওয়ার ঘটনায়। দোতলা থেকে মার খেয়ে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম তখন উপর থেকে এসএফআই করা মেয়েরা থুতু ছিটিয়ে দেয়। সিপিএমের মিছিলে না যাওয়ায় এমন অপমান সইতে হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। আসলে তখনও পুরোপুরি বন্দেমাতরম বা ইনকিলাব-জিন্দাবাদ স্লোগানের যথার্থ মর্মার্থ ভাল করে অনুধাবন করতে পারিনি। তা সত্ত্বেও সেদিন এসএফআইয়ের হাতে খুব মার খেলাম।

বাড়ি ফিরতেই গেঞ্জি ছেঁড়া দেখেই মা জানতে চাইলেন, কোথায় কার সাথে মারপিট করেছি? উত্তর দিতে পারিনি? শুধু কেঁদেছিলাম। এভাবেই তিনদিন বাড়িতে বসেই কেটে গেল। গায়ে ব্যথা, মানসিক কষ্ট নিয়ে মনের ভিতরে খুব লড়াই চলল। মায়ের নির্দেশ, কলেজে শুধু পড়াশোনা করব, নাকি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জীবন বাজি রেখে লড়ব? শেষে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেই সিদ্ধান্ত নিলাম, সিপিএমের দাদাগিরির বিরুদ্ধে কলেজে লড়াই করব। ক্লাসে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, কলেজ থেকে এসএফআই-কে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। সেই শুরু, মাস কয়েক পরে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একাদশ থেকেই শ্রেণি প্রতিনিধি ভোটে লড়লাম। এবং ক্লাসের সহপাঠীদের ভালবাসায় জিতলাম। শুধু আমি নই, ওই ১৯৮২ সালের সেই সময়ে এসএফআইয়ের লাল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে ছাত্র পরিষদের দু'জন শ্রেণি প্রতিনিধি জয়ী হয়েছিলাম।

সেই জয় আমাদের জেদ আরও বাড়িয়ে দিল। এরপর তিনবছর খাওয়া-ঘুম ছেড়ে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে ঘুরে ধৈর্য ধরে, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মিশেই সংগঠন করেছি। ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে লেকচারিং করেছি। আর নিটফল পেলাম ১৯৮৫ সালে লাল-সন্ত্রাস উপেক্ষা করে ছাত্র সংসদ দখল করল ছাত্র পরিষদ। আমাকে সমস্ত শ্রেণি প্রতিনিধিরা মিলে ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করলেন। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সেই থেকে আজকের দিনে, টানা ৩৯ বছর নিউ আলিপুর কলেজে এসএফআইয়ের কোনও চিহ্ন নেই। ক্রমে ক্রমে কলেজের গণ্ডি ছাড়িয়ে আমায় দক্ষিণ কলকাতা জেলা ছাত্র পরিষদ, পরে প্রদেশ ছাত্র পরিষদে দায়িত্বে নিয়ে আসেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তৈরির পর সংগঠনের প্রথমে যুগ্ম আহ্বায়ক ও পরে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন জননেত্রী নানা কর্মসূচির দায়িত্ব সামলাতে পাঠালেও বলতে দ্বিধা নেই, ২৮ অগাস্ট এলেই আজও প্রাণের ভিতর সেদিনের সেই আবেগ-অনুভূতি টগবগে ফুটতে থাকে। মুহূর্তে ফিরে যাই ছাত্র-সংগ্রামের সেদিনের লড়াই ও পথে নেমে লাল-পার্টির বিরুদ্ধে মমতাদির নেতৃত্বে একের পর এক আন্দোলনের স্মৃতির সরণিতে। শুরুতে বলছিলাম, এআইসিসি অধিবেশনে প্রথমে মমতাদির সঙ্গে আলাপ হতে তাঁকেই নেত্রী মেনে নিয়েছিলাম। সেদিন থেকেই তাঁর নেতৃত্বে একের পর এক প্রথমে ছাত্র-আন্দোলন, পরে জনস্বার্থে নানা যুব-আন্দোলনে শামিল হয়েছি। মানুষকে সঙ্গে মানুষের স্বার্থে কীভাবে (এরপর ৮ পাতায়)

আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্রদল

বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়

বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে ২৮ অগাস্ট একটি স্মরণীয় দিন। জাতীয়তাবাদী ছাত্র-ছাত্রীরা এই দিনটিতে (২৮ অগাস্ট) একত্রিত ভাবে প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপন করে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নের সময়, আমি বেশ কয়েক বছর সভাপতি হিসাবে এই দিনটি সবাইকে নিয়ে পালন করেছি।

কিছু পুরনো কথা মনে পড়ে, তখন আমি আশুতোষ কলেজের ছাত্র। কলেজের গেটে ছাত্র ধর্মঘট পালন করছি। সিপিএমের গুন্ডারা অরূপকে (আমার সহপাঠী) তুলে নিয়ে যাচ্ছিল ওদের ডেরায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অরূপকে বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করলেন সিপিএমের গুন্ডাদের হাত থেকে। আজ অরূপ বেঁচে নেই, পরবর্তীকালে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল।

একবার ভবানীপুর এডুকেশন কলেজ নির্বাচনের দিন দক্ষিণ কলকাতার ছাত্র সভাপতি হিসাবে কলেজ গেটে পৌঁছলাম। সিপিএমের তৎকালীন বাদশা আলম, লালু আলম দলবল নিয়ে আক্রমণ করল। আমাদের রয়েড স্ট্রিটের চন্দনকে ক্ষুর মারল। মাথা ফাটল আমাদের বহু সাথীর। সেদিন আমার সাথী ছিলেন বি এন ঠাকুর (সদ্যপ্রয়াত)। আজ ২৮ অগাস্ট তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান।

সাউথ কলকাতা ল’ কলেজ নির্বাচনের দিন, সিপিএমের গুন্ডাদের হাতে আমি, বি এন ঠাকুর, অ্যাডভোকেট অমিয় পাত্র নিগৃহীত হই, সালটা ছিল ১৯৮৭-এর ১৯ নভেম্বর, ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন। তৎকালীন নেতারা আমাদের মার খেতে দেখে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এগিয়ে আসেনি। এই জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ দেশের জনপ্রিয়তম নেত্রী।

আমার মনে পড়ে কখনও ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, কখনও মহম্মদ আলি পার্ক, কখনও সিঙ্গুরের অনশন মঞ্চে বা কখনও গান্ধীমূর্তির পাদদেশে, আমরা ২৮ অগাস্ট পালন করেছি।

প্রতিবারই আমাদের প্রধান বক্তা মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিশাল ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশে মমতাদি বলতেন কীভাবে বাংলা ছাত্র সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে।

মমতাদি শুরু করতেন, যোগমায়া দেবী কলেজে ছাত্রী থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনার কথা, তারপর বহু লড়াই সংগ্রাম, আন্দোলন। সিপিএমের হাতে বারবার আক্রান্ত হওয়ার পরও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ছাত্র সমাজ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা।

আমি বিশ্বাস করি, ছাত্র-ছাত্রীরা রাজনীতিতে যোগদান করেন নৈতিকতা, আদর্শ, নীতি, মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে। তাই আজও ভারতীয় রাজনীতিতে যদি কেউ রোল মডেল হন, সেটা নিঃসন্দেহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান আগামী প্রজন্মের মধ্যে থেকে উঠে আসুক ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব, যারা কিনা আগামী দিনে ভারতবর্ষকে নেতৃত্বে দেবে।

আমার চোখে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের অন্যতম সেরা নেতা, যিনি সুবক্তা, সুসংগঠক এবং সাবলীলভাবে অনেকগুলি ভাষায় নিজের বক্তব্য পেশ করেন।

অভিষেক তারুণ্যের প্রতীক, ওঁকে ঘিরে ছাত্র-যুবদের উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো।

আশা রাখব ২৮ অগাস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্য বক্তারা আগামী দিনের ছাত্র-ছাত্রীদের পথচলার দিশা দেখাবেন, যেভাবে ২০১১ সালে বামফ্রন্টকে পরাজিত করে মা-মাটি-মানুষ সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আগামী বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলাবিরোধীদের পরাজিত করে রাজ্য ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ছাত্ররাই সমাজ পরিবর্তনের আলো

জয়া দত্ত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান

এই ছাত্র পরিষদের সদস্যা হিসেবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনা।

কলেজ জীবনের এক ছাত্রী সংগঠনের কর্মী থেকে ১৯৮৪ সালে বাম দুর্গ যাদবপুর থেকে দেশের সর্বকনিষ্ঠ সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হওয়া—এটি ছিল এক অভূতপূর্ব সাফল্য। এরপর তিনি দেশের ক্রীড়া, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী, দু’বারের রেলমন্ত্রী এবং অবশেষে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন।

তিন-তিনবার রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হওয়া সত্ত্বেও তিনি আজও সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীক এবং বিজেপির বিরুদ্ধে দেশের প্রধান বিরোধী নেত্রী। ছাত্র পরিষদ থেকে উঠে এসে এমন বর্ণময় রাজনৈতিক যাত্রার নজির ভারতবর্ষে আর কারও নেই।

ছাত্র আন্দোলনের গৌরবগাথা

সত্তরের দশকে যোগমায়া দেবী কলেজের ফটকে যখন ক্ষমতাসীন ডিএসও পতাকা ছিঁড়ে ফেলে, তখন একা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝড়-বৃষ্টির রাতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই একাকী প্রতিরোধ বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে আজও কিংবদন্তি।

দক্ষিণ কলকাতার জেলা কংগ্রেসের এক সভায় প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির প্রশ্ন, “এই তোদের মধ্যে মমতা বলে কে আছে?” এর উত্তরেই সামনে আসে সেই ছোটখাটো অথচ দুর্দমনীয়া যুবনেত্রীর নাম। প্রিয়রঞ্জন ও সুব্রত মুখোপাধ্যায় দু’জনেই তখন ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল নেতৃত্বকে চিনে ফেলেছিলেন। প্রিয়রঞ্জনের ভবিষ্যদ্বাণী, “তুই খুব ভালো করছিস, অনেক দূর যেতে হবে তোকে।” সময়ের পরীক্ষায় শতভাগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পর্যন্ত ভবানীপুরে যদুবাবুর বাজারে দাঁড়িয়ে যুব নেত্রীর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে এসে আলাপ করেছিলেন। এমনকী প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নজরেও এসেছিলেন তরুণী মমতা, তাঁর সাড়া জাগানো রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের কারণে।

নতুন পথের সন্ধানে

কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশ যখন সিপিএমের সঙ্গে আঁতাত করে, তখন মমতা বুঝতে পারেন কংগ্রেসে থেকে বামকে পরাজিত করা অসম্ভব। তাই ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি, তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। সেই সঙ্গে ছাত্র পরিষদের প্রায় সব প্রাক্তন সভাপতি তৃণমূলে যোগ দেন এবং নেত্রীর নির্দেশে জন্ম নেয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

প্রয়াত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পর্যন্ত মন্তব্য করেছিলেন, “বাংলায় তৃণমূলই আসল কংগ্রেস।”

আগামী দিনের শপথ

আজও যেমন শত দমন-পীড়ন, বঞ্চনা ও শোষণের পরও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সাম্প্রদায়িক ও দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে অবিচল।

বাংলার গণতন্ত্র ও ভারতের সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ে আগামী দিনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

আসছে ২৮ অগাস্ট, আমরা সমবেত হব মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে নেত্রীর দিকনির্দেশের অপেক্ষায়। কারণ ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে, সাধারণ ঘরের মেয়েটি সাদা শাড়ি পরে কালীঘাট থেকে যে লড়াই শুরু করেছিলেন, সেটিই আজ বাংলার মানুষের শেষ ভরসা।

“ছাত্রশক্তি শুধু সমাজের অগ্রদূত নয়,
বাংলার গণতন্ত্র রক্ষার অগ্রভাগের সেনা।
আর সেই সেনার প্রাণ, সেই সংগ্রামের নাম
তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

কেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ?

আগামী প্রজন্মের নেতৃত্ব গড়তে আজকের ছাত্রই সবচেয়ে বড় শক্তি। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ হল সেই মঞ্চ, যা ছাত্র সমাজকে তাদের শিক্ষাগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। আমরা কেবল নেতা তৈরি করি না; আমরা গড়ি জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি, যারা ন্যায়, জনসেবা এবং সমাজ পরিবর্তনের আদর্শকে সামনে রেখে প্রতিদিন কাজ করে।

ছাত্রশক্তিকে সুসংগঠিত করা: রাজনৈতিক চেতনায় শিক্ষিত ও সচেতন যুবসমাজ গঠন করা।

সামাজিক ও শিক্ষাগত সংস্কার: সমাজের সমস্যার সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

নেতৃত্ব ও সংহতি: আগামী প্রজন্মের জন্য দায়িত্বশীল ও দৃঢ় নেতৃত্ব তৈরি করা।

সংগ্রামী মনোভাব: ন্যায় ও পরিবর্তনের জন্য লড়াই করার মানসিকতা তৈরি করা।

ছাত্রশক্তিই সমাজের প্রকৃত অগ্রদূত। আজকের ছাত্রই আগামী দিনে নীতি, ন্যায় ও জনসেবার মাধ্যমে সমাজের রূপান্তর ঘটাবে।

“ছাত্রশক্তি যেখানে, সেখানেই সমাজের পরিবর্তনের আলো।”

প্রতিষ্ঠাদিবসের সমাবেশ
28 August, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টিএমসিপি ছাত্রসমাজের হৃৎস্পন্দন

তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস মানেই সংগ্রামের নতুন অধ্যায়, স্বপ্নের নতুন প্রতিশ্রুতি। বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস যেমন গৌরবময়, তেমনি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের সংগঠনের ভূমিকা আরও গভীর, আরও তাৎপর্যপূর্ণ। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় বলেছেন, ছাত্ররাই পরিবর্তনের আসল দূত। তিনি নিজে ছাত্র আন্দোলন থেকেই উঠে এসেছেন, ছাত্রদের হাতে হাত রেখে রাস্তায় নেমে লড়েছেন, আর সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে আজ মানুষের নেত্রী হিসেবে গড়ে তুলেছে। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য, তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে ওঠে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সেই ঐতিহাসিক ধারারই অংশ আমরা।

সভাপতি হিসেবে আমি লক্ষ্য করেছি, বর্তমান নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা অনুপ্রেরিত হওয়ার চূড়ান্ত প্রবণতা, তাঁর আন্দোলনের মেজাজ, ধরন এবং প্রক্রিয়া আজও আমরা চেষ্টা করি মেনে চলার। একইভাবে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বাংলার ছাত্র-যুবদের বুকে সঞ্চার করেছেন চোখে চোখ রেখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার অফুরন্ত সাহস। সভা, মিছিল—সর্বত্রই অনুভব করেছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ সত্যি ছাত্র-ছাত্রীদের 'এনার্জি', তাঁর নেতৃত্ব বাংলায় ছাত্র রাজনীতিকে নতুন দিশা দেখিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি হিসেবে সর্বদা দলনেত্রীর আদেশ পালন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, বন্ধুসম বহু ছাত্র-ছাত্রীর অবিরাম পরিশ্রম এবং সর্বদা প্রস্তুত কর্মীবল আমাকে সাহায্য করেছে সময়মতো আন্দোলনে নিয়োজিত হতে—সেটা বিজেপি সরকারের ওষুধের দাম বাড়ানো থেকে কলেজে-কলেজে অক্সফোর্ডে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য চলাকালীন উঠে আসা বিশৃঙ্খলতাকে নিন্দা করে আন্দোলন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পথে ছিল এবং আগামী দিনেও স্বমহিমায় থাকবে, এই বিশ্বাস রাখি। দিদির নির্দেশমতো আমরা আয়োজন করেছি ছাত্র রাজনীতির জেলাভিত্তিক কর্মশালা, প্রকাশিত হয়েছে বাংলার জাতীয়তাবাদী ছাত্র রাজনীতিকে কেন্দ্র করে বই 'সাথী'। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের বিভিন্ন ছাত্রকেন্দ্রিক প্রকল্প যাতে সহজে ছাত্ররা পায়, সেই ব্যবস্থায় বদ্ধপরিকর থেকেছে আমাদের কর্মীরা। তাই নেত্রীর স্বপ্নের শাখা সংগঠন হিসেবে আমরা বাংলায় আজ ছাত্র রাজনীতির শ্রেষ্ঠ মঞ্চ।

আজ প্রতিষ্ঠাদিবসে যখন আমরা একত্রিত হই, তখন আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রামী পথচলা, ভেসে ওঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃঢ় নেতৃত্ব। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার ছাত্র-যুবদের বলেছেন, অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ানো যাবে না। তাঁর কথাগুলো আমাদের জন্য শুধু বার্তা নয়, এগিয়ে চলার শপথ। তিনি যে বিশ্বাস ছাত্রদের মধ্যে জাগিয়েছেন তা হল সংগঠন মানেই মানুষের পাশে থাকা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। এই দর্শনেই আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজ্যের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি ক্যাম্পাসে মানুষের হয়ে কথা বলছে, লড়াই করছে। বর্তমান সময়ে ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কতটা তা আমরা প্রতিদিনই উপলব্ধি করছি। NEET পরীক্ষার দুর্নীতি, পেপার ফাঁস, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা—এ সবই আজকের ভারতের বাস্তবতা। কেন্দ্রের ব্যর্থতা, কেন্দ্রের অবহেলা ছাত্রসমাজের স্বপ্নকে ধ্বংস করছে। বাংলার ছাত্ররা, যারা নিজেদের যোগ্যতায় ভবিষ্যৎ গড়তে চায়, তারা বারবার অন্যায়ের শিকার হচ্ছে। এই সময়েই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজপথে নেমেছে, ভবিষ্যতেও নামবে, কারণ আমাদের লড়াই কেবল একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম নয়, আমাদের লড়াই ছাত্রসমাজের জীবন এবং ভবিষ্যৎ বাঁচানোর সংগ্রাম। বাংলার ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র শিক্ষার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়, এটি আজ গোটা সমাজের প্রশ্নের সঙ্গে

যুক্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মতো প্রকল্প দিয়ে ছাত্র সমাজকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে সরকারের সদিচ্ছা থাকলে ছাত্রদের জীবনমান বদলানো সম্ভব। আজ যখন কেন্দ্র বাংলার প্রাপ্য অর্থ আটকে রাখছে, যখন গ্রামীণ উন্নয়নের টাকা বন্ধ করে দিয়ে বাংলার মানুষকে শাস্তি দিতে চাইছে, তখন ছাত্রদের উপরও তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন থেমে যাচ্ছে, গবেষণার কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্র পরিষদ লড়াই চালাচ্ছে, কারণ আমরা জানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই বাংলার মর্যাদা রক্ষা সম্ভব। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রজন্মের কাছে আশার প্রতীক। তাঁর নেতৃত্বে বাংলার ছাত্র-যুবরা বুঝতে পেরেছে কীভাবে একটি সংগঠন মানুষের পাশে দাঁড়ালে পরিবর্তন আনা যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ছাত্র আন্দোলন মানেই সাহস, ছাত্র আন্দোলন মানেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁর এই দিকনির্দেশনা আমাদের শক্তি, আমাদের আত্মবিশ্বাস। তাঁর কথামতোই আজ আমরা রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে শপথ নিচ্ছি— অন্যায়কে রুখে দেব, বাংলার ছাত্র সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাব। প্রতিষ্ঠাদিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা কেবল একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মী নই, আমরা বাংলার ভবিষ্যতের নির্মাতা। রাজনীতি মানেই ক্ষমতা দখল নয়, রাজনীতি মানেই মানুষের পাশে দাঁড়ানো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই লড়াইকে নতুন গতি দিয়েছেন। তাই আমরা জানি, যত বাধাই আসুক, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পিছিয়ে যাবে না। বাংলার ছাত্র সমাজের আশা, বাংলার মানুষের স্বপ্ন আমাদের পথকে আলোকিত করছে।

আজ আমরা প্রতিষ্ঠাদিবসে একটাই শপথ নিচ্ছি—ছাত্র আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করব, বাংলার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর পাশে থাকব, বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করব, শিক্ষার অধিকার রক্ষা করব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের অভিভাবক, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পথপ্রদর্শক, আর বাংলার ছাত্রসমাজ আমাদের শক্তি। এই তিনের সমন্বয়েই গড়ে উঠবে নতুন পথ, নতুন দিশা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তাই কেবল একটি সংগঠন নয়, এটি বাংলার ছাত্রসমাজের হৃদস্পন্দন। প্রতিষ্ঠাদিবস সেই হৃদস্পন্দনের নবায়ন, সেই প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি যে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার প্রতিটি ছাত্রের অধিকার রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাব, নত হব না, থামব না, লড়াই করে জিতব।

সেদিনের ছাত্রনেত্রী আজকের মুখ্যমন্ত্রী

(৬ পাতার পর)

গণ-আন্দোলন করতে হয় সেটা ছাত্রনেত্রী মমতাদিই আমাদের সবাইকে শিখিয়েছেন। আজও তাঁর পাশে থেকে উন্নয়নের নানা পাঠ শিখছি, প্রতিদিনই তাঁর কাছ থেকে আরও শিখেই চলেছি।

ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে সংগঠনের কথা মাথায় রেখে ফার্স্ট ইয়ারে বিজ্ঞান থেকে বাণিজ্য বিভাগে চলে গেলাম। কেন? আরে নিউ আলিপুর নাইট কলেজ ছিল কমার্সের। ওখানে সংগঠন করার কেউ ছিল না। তাই সংগঠন করব বলেই উচ্চমাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করা সত্ত্বেও বাড়ির অমতেই সেদিন বিজ্ঞান থেকে বাণিজ্য শাখায় ভর্তি হয়েছিলাম। যাই হোক সেদিন সংগঠনে মন দিয়েছিলাম, উদয়াস্ত মানুষের জন্য পরিশ্রম করেছি বলেই নেত্রী আমায় ২০০০ সালে কলকাতা পুরসভার ৮১ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নির্বাচনে প্রার্থী করেন। ভোটে জিতে নেত্রীর নির্দেশ মেনে শহরের বৃহত্তম বরো ১০ নম্বরের চেয়ারম্যান হই। ২০০৬ সালে টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হয়ে ভোটে জিতে বিধানসভায়। সেবার আমরা তৃণমূলের ২৯ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় পা রেখেছিলাম। ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সদস্য। সেই থেকে এখনও একাধিক মন্ত্রিত্ব ও রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দলেও নেত্রীর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে চলেছি। কিন্তু একটা বিষয় উপলব্ধি করেছি, মানুষের পাশে থাকলে, মানুষ সঙ্গে থাকলে কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তবে সংগঠন করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠলে তার উন্নতি কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু লিফটে করে উঠলে, সংগঠন না করে, মানুষের জন্য কাজ না করলেও একদিন হারিয়ে যাবে। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে দ্রুত পরিচিতি পেতে পারবে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে না মিশলে মানুষকে সঙ্গে পাবে না। আর তা না হলে সমাজকর্মী হয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে নিজেকে কোনওদিনই প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। আমার বিশ্বাস, নেত্রীর আদর্শ মাথায় রেখে ধৈর্য ধরে, সুস্থ আচরণের মধ্য দিয়ে মানুষের পাশে থাকলে সেই আগামী দিনে হবে দলের আদর্শ কর্মী। তাই কোনও পদের আশা না করে, কোনও প্রলোভনে পা না দিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা ও বিশ্বাস নিয়ে সবাই দল করো। ফলের আশা না করে গাছটাকে যত্ন করো, তা হলেই একদিন না একদিন সফল হবেই।

ছাত্র রাজনীতির সময়ে জীবনের ধারাপাতে জমা হওয়া অন্তত দুটো মর্মান্তিক ঘটনা বলতেই হবে। তা না হলে বাম জমানায় লাল সন্ত্রাসের ভয়াবহ অত্যাচারের কথা বোঝানো যাবে না। একবার কলেজ নির্বাচনের দিন, খবর পেলাম নিউ আলিপুর স্টেট ব্যাঙ্কের মোড়ে একটি ছেলেকে বেধড়ক মারছে এসএফআই। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম, গিয়ে দেখি একটি ছাত্র পরিষদের সক্রিয় ছেলেকে ক্ষুর মারছে সিপিএমের কুখ্যাত গুন্ডারা। ছেলেটির ৬৮টি সেলাই পড়েছিল। প্রতিবাদ করতেই ওকে ছেড়ে আমার মুখে ক্ষুর চালাল। কিন্তু সরিয়ে নিলেও বাঁদিকের চোখের কোণে অনেকটা গর্ত করে কেটে গেল। গলগল করে রক্ত বের হতে থাকল। অনেকগুলি সেলাই পড়ল। তবে কোনওক্রমে চোখটা রক্ষা পেয়েছিল সেদিন। এখনও সেই ক্ষুরের ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছি। দ্বিতীয় হল, আমাদের কলেজে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী আসত বাটা, নুঙ্গি, আক্রা-সন্তোষপুর থেকে। আর একদিন কলেজে বসে মিটিং করছিলাম। আচমকা একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, নুঙ্গিতে আমাদের সমর্থকদের এসএফআই মারধর করছে। কোনও কথা না ভেবেই সেদিন উল্টোদিকের বজবজমুখী ট্রেন ধরে নুঙ্গি পৌঁছে যাই। কিন্তু স্টেশনে নামতেই এসএফআইয়ের বিশাল বাহিনী আমায় ঘিরে ঘরে এত পিটিয়েছিল যে, আমি জ্ঞান হারাই। যখন জ্ঞান ফেরে দেখি, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তৎকালীন ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি অশোক দেব। পরে জেনেছি, আমার অজ্ঞান অবস্থায় এসএফআই রেললাইনের মাঝখানে শুইয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। পরিস্থিতিটা এমন হত যে, রেলে কাটা পড়ে মারা গিয়েছি। কিন্তু সেদিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ওই রেললাইন থেকে তুলে এনে যে প্রাণ বাঁচিয়েছিল সে এখন বিধাননগরের মেয়র, কৃষ্ণা চক্রবর্তী। বাস্তব হল, কৃষ্ণাই সেদিন আমায় দ্বিতীয় জীবন দিয়েছে, না হলে কেউ মনে রাখত না। এটা আমার ছাত্র-রাজনীতির এক চরম অভিজ্ঞতা। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটা চরম সত্য। শিখেছি, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে মানুষের জন্য কাজ করো, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করো, মানুষের জন্য নেত্রীর আদর্শ মেনে সংগ্রাম করো, তা হলে সাফল্য আসবেই।

জয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়, জয় বাংলা।

প্রতিবাদের আগুনই হোক শিক্ষার আলো

সুদীপ রাহা

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, ছাত্র রাজনীতিই বাংলার রাজনীতির পথে একটা-একটা করে আলোকস্তম্ভ গড়ে দিয়ে গেছে। ছাত্র রাজনীতি আসলে বুকের ভেতর বারুদ ঠেসে নেওয়ার একটা স্কুল, যে স্কুলিং আমাদের 'আপন পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' জ্বলে ওঠার সাহস জোগায়। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে ছাত্র রাজনীতি আরও প্রাসঙ্গিক, আরও প্রয়োজনীয়। দেশের বুক থেকে দ্বেষের রাজনীতিকে ঝড়ে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ছাত্র আন্দোলন। সুকান্ত তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন, 'এ দেশের বুকে আঠেরো আসুক নেমে'। আঠেরোর প্রাসঙ্গিকতা এখানেই। কারণ, 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য'। নির্ভীক লড়াইয়ের যে মন তা তৈরি করে দেয় ছাত্র রাজনীতি। ঘটনার দুর্বিপাকে ছাত্র রাজনীতিকে কলঙ্কিত করতে চায় তারা, যারা এ নব নবীনের গান'কে ভয় পায়। নতুনের কেতন উড়িয়ে ছাত্ররাই পারে রাজনীতির ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া দেওয়ালে প্রাসঙ্গিকতার রং ঢেলে দিতে। এই রাজনৈতিক উন্মাদনা-উদ্দীপনার ঢেউয়ে 'মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে' ভেসে যেতে পারে ছাত্র-ছাত্রীরাই। ছাত্র-রাজনীতিই দেশনেতাদের জন্ম দিয়েছে। দেশজুড়ে হাজার হাজার উদাহরণ আছে তার। আমাদের চোখের সামনে আমরা যে রক্তকরবীর 'নন্দিনী'কে দেখি সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফায়ারব্র্যান্ড বানিয়েছে ছাত্র-রাজনীতিই।

আজকের ভারতবর্ষে কৃষক-শ্রমিকদের মতো ছাত্রছাত্রীরাও বঞ্চিত হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে। নিঃশব্দে লুঠ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার অধিকার। কেন্দ্রীয় এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি হোক কিংবা এডুকুইটি-র (Eduquity) মতো কালিমালিপ্ত সংস্থার মাধ্যমে হয়ে চলা প্রতারণা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই দায় এড়িয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এই সরকার পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও যোগ্য প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ রক্ষার বদলে দুর্নীতি ও প্রভাবশালীদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে। ফলস্বরূপ দেশের কোটি-কোটি ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অথচ নরেন্দ্র মোদির সরকার এই গভীর সংকটের দায় স্বীকার তো করছেই না, বরং নীরব থেকে কার্যত দুর্নীতিকে আশ্রয় দিচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আস্থা নষ্ট করে দিয়ে বিজেপি সরকার গোটা প্রজন্মকে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অন্যদিকে, নতুন শিক্ষানীতি (NEP) আসলে শিক্ষাকে আরও দুর্লভ করে তুলছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য। চার বছরের স্নাতক কোর্স চালু করার ফলে ইতিমধ্যেই বহু শিক্ষার্থী মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে, কারণ আর্থিক বৈষম্যে ভরা এই দেশে একটি অতিরিক্ত বছর মানে পরিবারের উপর দ্বিগুণ বোঝা। যাদের পরিবার দিন আনে দিন খায়, তাদের কাছে এক বছরের বাড়তি খরচ আর সময় অপচয় একেবারেই অসহনীয়। ফলে উচ্চশিক্ষা আরও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে গরিব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য। আসলে বিজেপি সরকারের মূল মন্ত্রটাই হল—যখন পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান দেওয়া সম্ভব নয়, তখন শিক্ষাই যেন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। এভাবেই তারা পরিকল্পিতভাবে ছাত্রসমাজকে অশিক্ষিত রেখে ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করছে। আমরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদের কাছে এ বিষয়টা আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে, তাঁদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই।

গবেষণাক্ষেত্রের দিকেও যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব, বিজেপি সরকারের নীতির ফলে ভারতে অ্যাকাডেমিক গবেষণা কার্যত ধ্বংসের মুখে। Scholars at Risk (SAR)-এর Free to Think 2024 রিপোর্ট জানাচ্ছে, ভারতের অ্যাকাডেমিক ফ্রিডম ইনডেক্স ২০১৩ সালের ০.৬ থেকে নেমে এসে ২০২৩-এ দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.২-এ—যা স্বাধীনতার পর সর্বনিম্ন। সরকারের এজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়া, সমালোচক অধ্যাপকদের 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দেওয়া, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন দমন করার ফলে গবেষণার পরিবেশ ভেঙে পড়ছে। অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সব্যসাচী দাস কেবলমাত্র একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করার পর বিজেপি নেতাদের চাপে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন—যা ভারতের অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতার শ্বাসরোধের স্পষ্ট উদাহরণ। একইসঙ্গে সরকার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে বেসরকারীকরণের পথে ঠেলে দিচ্ছে, যাতে স্বাধীন, সমালোচনামূলক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, বোঝাই যাচ্ছে আমাদের দেশের হীরক রাজা বুঝে গেছেন, "ওরা যত বেশি জানে, তত কম মানে"। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাটাই আজ ধ্বংসের মুখে। যে-দেশে ডবল ইঞ্জিন রাজ্য উত্তরপ্রদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাদ চলে যান পাঠ্যসূচি থেকে, আর পরিবর্তে আসেন সাভারকর; সে-দেশে শিক্ষার কালো দিন ঘনিয়ে এসেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একমাত্র সংঘবদ্ধ আন্দোলনই পারে এ দুঃসময়ের মেঘকে শিক্ষার প্রগতির ঝড়ে উড়িয়ে প্রকৃত দেশপ্রেমের নজির গড়তে। ছাত্র-ছাত্রীদের ইস্যু নিয়ে গড়ে উঠুক বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন। আমাদের বিশ্বাস, এ অন্ধকার কেটে যাবে।

আজ ২৮শের মঞ্চ আমাদের কাছে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমাদের অধিনায়ক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা এনে দেবে। সেই বার্তাই আমাদের সঞ্জীবনী শক্তি; যা বাংলা-বিরোধী, শিক্ষা-বিরোধী, ছাত্র-বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে। প্রতিবাদের আগুন দিয়েই আমরা শিক্ষার প্রদীপে আলো জ্বালব।

রাজনীতির শিকড় ছাত্রসমাজ

উপাসনা চৌধুরী

'রাজনীতি' নামক বটবৃক্ষের শিকড় আমাদের এই ছাত্রসমাজ। 'তৃণমূল', এই সুবিশাল বটবৃক্ষের শিকড়ের জন্মদিন এই ২৮। '২৮' শুধুই একটি দিন হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সময়ের সাথে রূপান্তরিত হয়েছে আবেগে। সেই ছোট্ট মেয়েটি, যার চোখ ভরা স্বপ্ন সমাজের শিকল ও পারিবারিক আর্থিক অনটনের খাঁচায় বন্দি হয়েছিল তাকে 'শিক্ষার প্রগতির' খোলা আকাশে উড়তে শিখিয়েছে এই ২৮। পাশে থেকেছে কন্যাশ্রী। মাতৃসম এই ভাষা ও ভূমির উপর বিরোধীদের ক্রমাগত আক্রমণ, বঞ্চনা, তাচ্ছিল্যের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীর কণ্ঠে উঠে আসা 'জয় বাংলা' বারবার চিৎকার করে বলেছে 'সংঘবদ্ধ জীবন' ও 'দেশপ্রেমের' কথা। এই দিনটায় ভিড়ের মাঝে নিজেকে হারিয়ে, হৃদয় ভরা ভালবাসা, দু'চোখ ভরা স্বপ্ন ও অক্লান্ত মনোবল নিয়ে নেত্রীর দিকনির্দেশিকা ও দাদার হুঙ্কারে নিজেদেরকে নতুন ভাবে খুঁজে পাওয়াটাই যেন আমাদের ২৮ বরণ।

স্কুল থেকেই শিক্ষার প্রগতির, সংঘবদ্ধ জীবন ও দেশপ্রেমের পতাকাটা চোখ কেড়েছিল বহুবার। কলেজ জীবনে সেটাকেই হৃদয়ে আগলে রাজনৈতিক আঙিনায় প্রথম পা রাখা। বিভিন্ন স্লোগানের মাঝেও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে মুগ্ধ এই হৃদয় এগিয়ে গিয়েছিল সমাজ বদলানোর অঙ্গীকার নিয়ে। এই গল্প যে শুধুই আমার নয়। সকল দলপাগল ছাত্র-ছাত্রী, সমাজ গড়ার কারিগরদের। সেই লড়াই জারি আছে। বিরোধীদের ক্রমাগত বঞ্চনা, মিথ্যাচার, কালিমালিপ্ত করার অক্লান্ত প্রচেষ্টা রুখতে কর্ণকবচের রূপে উপস্থিত আমাদের এই ছাত্র সমাজ। 'বাংলা' শুধুই যে ভাষা নয়। স্বাধীনতার লড়াইয়ের তীব্রতম কণ্ঠস্বর, লড়াইয়ের হুঙ্কার, স্নেহের আদর আবার মায়ের ডাকের এক মধুর সংমিশ্রণ। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালবাসায় সজ্জিত এই ২৮-এর মঞ্চ সাক্ষী থাকতে চলেছে 'বাংলা' প্রেমের, অধিকারের লড়াইয়ের। বর্ণপরিচয় থেকে সংবিধান। বিরোধীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার ২৮ এবার। ভোটের লাইনে দাঁড়ানো ভূতেদের জন্য ভূত তাড়ানোর ওষুধ ২৮ এবার।

মঞ্চে দশভুজার উপস্থিতি, তাঁর বক্তব্যে মুখরিত সেই প্রাঙ্গণ আবারও স্পষ্ট করবে অসুর বধ শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

সেনাপতির হুঙ্কারে আবারও কেঁপে উঠবে বিরোধীরা। কাঠবিড়ালির ভূমিকায় উপস্থিত থাকব আমরাও। আবার ইতিহাস রচিত হবে। নেত্রী ও দাদার কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গর্জনে কেঁপে উঠবে সমাজবিরোধীদের হৃদয়। ২৮শের রেকর্ড ভাঙবে ২৮ নিজেই। জয় বাংলা।

উলুবেড়িয়া বাজারপাড়ায় গণেশ বন্দনায় মন্ত্রী পুলক রায়

সাত লুকের চ্যালেঞ্জে কাল সোহমের নতুন ছবি বহুরূপ

বাংলা সিনেমায় নজির গড়তে চলেছেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। পরিচালক আকাশ মালাকারের সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার 'বহুরূপ'-এ সাতটা চরিত্রে সাতরকম লুকে দেখা যাবে তাঁকে। যার মধ্যে পাঁচটাই থাকবে প্রস্থেটিক মেকআপে। শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে 'বহুরূপ'। কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল প্রস্তুতি, জানতে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর মুখোমুখি

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

■ একটাই ছবিতে একসঙ্গে এতগুলো চরিত্র শুনেই কি রাজি হয়েছিলেন ছবিটা করতে?

» আকাশ যখন আমার কাছে চিত্রনাট্য নিয়ে আসে প্রথমবার শোনার পর খুব ইন্টারেস্টিং মনে হলেও স্ক্রিপ্টের সবটা আমি তখন বুঝে উঠতে পারিনি। সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার হলেও বেশ কঠিন মনে হয়েছিল। তখন বারবার স্ক্রিপ্টটা পড়ি। পড়তে পড়তে বিষয়টা বুঝতে পারি। এই ছবির ঘটনা বলুন বা চরিত্র, একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত। আসলে ওরা চিত্রনাট্যটা একটু জটিল করে ফেলেছিল। তখন আমি আকাশকে বলি একটু ঘষামাজা করতে যাতে দর্শক ছবিটা বুঝতে পারে। তখন থেকেই মনে হয়েছিল খুব চ্যালেঞ্জিং হবে চরিত্রগুলোতে অভিনয়।

■ এই ছবিতে প্রথমবার প্রস্থেটিক মেকআপে। কী কী চরিত্রে অভিনয় করলেন?

» প্রস্থেটিক মেকআপে আমার পাঁচটা চরিত্র রয়েছে। একজন মাদারি যে বাঁদর খেলা দেখায়, একজন ট্রান্সজেন্ডার, একজন মহিলা, একজন ছৌনাচ শিল্পী ও একজন বৃদ্ধ। এছাড়া চার্বাক এবং ছবির যিনি নায়ক, সুপারস্টার অভিমন্যু ব্যানার্জির চরিত্র।

■ সাতটা লুকের প্রস্তুতি কীরকম ছিল?

» (সোমনাথদা) মানে মেকআপ আর্টিস্ট সোমনাথ কুণ্ডু আমার সব ক'টা লুক তৈরি করেছেন। এক-একটা মেকআপে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে। শ্যুটিংয়ের দিন লোকেশনে গিয়ে বসে আলোচনা সেরে নিতাম তারপর ব্রেকফাস্ট করে ফেলতাম কারণ একবার মেকআপ হয়ে যাওয়ার পর কিছু আর খাওয়া সম্ভব হত না। শুধু জলতেষ্টা পেলে স্ট্র দিয়ে একটু জল বা লস্যি খেতাম। শ্যুটিংয়ের পর মেকআপ তুলতেও প্রায় দেড়-দু'ঘণ্টা লেগে যেত। এবার ফ্রেশ হয়ে আবার কিছু খেয়ে একটু চোখে-মুখে জল দিয়ে আবার পরের লুকের জন্য মেকআপ নিতে বসে যেতাম।

■ একদিনে ক'বার মেকআপ বদল করতে হয়েছে?

» প্রথমে ঠিক হয়েছিল একদিনে একটাই লুকে শ্যুট হবে। এতে গোটা বিষয়টা আমার জন্য সহজ হত কিন্তু লোকেশনে যাওয়ার পর দেখলাম স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী ওই লোকেশনে হয়তো দুটো কি তিনটে লুক ডিমান্ড করছে, তখন সিদ্ধান্ত বদল করি। তা না হলে একটা লোকেশনে বারবার আসতে হলে ছবির বাজেট বেড়ে যেত অনেকটাই। সেটা সম্ভব নয়, ফলে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়। এক-একদিনে আমি দুটো, তিনটে করে লুকেও কাজ করেছি। প্রচণ্ড হেকটিক হয়েছে কিন্তু খুব এনজয় করেছি।

■ একটা চরিত্র থেকে আর একটা চরিত্রে, সেই সঙ্গে ভিন্ন লুক ও ভিন্ন অভিব্যক্তি— এই বদলটা কীভাবে আনলেন?

» এটা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল আমার কাছে। এই ছবিতে পারফরম্যান্সটাই সব। লুকটা সোমনাথদা করে দিলেন, এবার সেই সত্তায় নিজেকে মেলে ধরাটা পুরো আমার দায়িত্ব ছিল। সুতরাং শ্যুটিং করতে গিয়েও বারবার স্ক্রিপ্ট পড়তে হয়েছে আমাকে। শটে যাওয়ার আগে আকাশকে ডেকে নিতাম। ওর কাছেও চরিত্রটা সম্পর্কে ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইতাম। এমন-এমন কিছু দৃশ্য শ্যুট হয়েছে যে সেই দৃশ্যে কী করব সেটাই তখনও জানি না। মানে ভাবতে পারতাম না কীভাবে করব। কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে। প্রপার হোমওয়ার্ক করতে হয়েছে। না হলে এত শেডে কাজ করা সম্ভব ছিল না। কতটা চ্যালেঞ্জ নিতে পেরেছি সেটা দর্শক বলবে।

■ ইধিকার সঙ্গে অভিনয়?

» ইধিকা খুব ভাল পারফর্মার। ভাল কাজ করছে। আমার প্রোডাকশন হাউসেরই প্রথম আবিষ্কার ইধিকা। এই ছবিতে ওর চরিত্রেরও একাধিক শেড রয়েছে যা বেশ চ্যালেঞ্জিং।

■ গণেশপুজো করলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আছেন জয়প্রকাশ মজুমদার, অপরূপা পোদ্দার প্রমুখ। তৃণমূল ভবনে।

■ টালিগঞ্জের ৯৭ নং ওয়ার্ডের রিজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের গণেশপুজো পরিদর্শনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

নিউটাউন ধর্ষণ-খুনে আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রতিবেদন : রাজ্য পুলিশের তৎপরতায় নিউটাউন ধর্ষণ-কাণ্ডে ৬ মাসেই বিচার! নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে দোষী সাব্যস্ত হওয়া টোটোচালক সৌমিত্র রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে বারাসতের বিশেষ পকসো আদালত। একইসঙ্গে ধর্ষণ, খুন ও পকসো আইনের তিনটি ধারায় দোষীকে দেড় লক্ষ টাকা জরিমানাও করেছেন বিচারক। অনাদায়ে আরও ১৫ বছরের অতিরিক্ত কারাবাসের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে সরকারি আইনজীবী আদালতে ফাঁসির দাবি করেছিলেন।

ছাব্বিশের দিকনির্দেশ

(প্রথম পাতার পর) হচ্ছেন এই মেগা সমাবেশে। ২০২৬-এর মেগা বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সমাবেশমঞ্চ থেকেই ছাত্রসমাজকে দিকনির্দেশিকা দেবেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে নিশ্চিতভাবেই সাম্প্রতিককালে বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস, বাঙালিবিদ্বেষ, এসআইআর-সহ একাধিক ইস্যুতে তোপ দাগবেন মুখ্যমন্ত্রী। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও তাঁর পুরো টিম দিনরাত এক করে প্রস্তুতি সেরেছেন। দিনভর ঘুরে বেড়িয়েছেন শহরের নানা জায়গায়, যেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে রয়েছেন। আজও বিভিন্ন জেলা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্র-ছাত্রীরা আসবেন শিয়ালদহ-হাওড়া স্টেশনে। বুধবার ভোর থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, আলোক দাস-সহ টিএমসিপি নেতৃত্ব।

চব্বিশ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম

(প্রথম পাতার পর) কাজ করেন দফতরের কর্মী, আধিকারিকরা। এ-বছর শারদোৎসব উপলক্ষে বুধবার থেকেই চালু হয়েছে গেল বিদ্যুৎ দফতরের কন্ট্রোল রুম। চলবে জগদ্ধাত্রীপুজো পর্যন্ত।

এদিন প্রথমে পুজোর সময় বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৈঠকে ছিলেন বিদ্যুৎসচিব শান্তনু বসু-সহ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকরা। ছিলেন সিইএসসি-র প্রতিনিধিরাও। সাংবাদিক বৈঠকে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, পুজোর সময় বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে থাকছে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজোয় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর দফতর। তাই উৎসবের দিনগুলিতে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মী ও আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবারের মোট ৭৩,৪১৪ জন কর্মী পুজোর সময় পরিষেবা দেওয়ার কাজে যুক্ত থাকবেন। পুজো কমিটিগুলিকে বিদ্যুৎমন্ত্রীর পরামর্শ, বিদ্যুৎ দফতর থেকে চাহিদা অনুযায়ী সঠিক সংযোগ নিতে হবে। অনেক সময়ই দেখা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় কম ইউনিট নেন তাঁরা। ফলে বিদ্যুতের তার ও যন্ত্রাংশের উপর চাপ পড়ে। ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। তাই যত পরিমাণ দরকার, তত পরিমাণ ইউনিটের সংযোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। একইসঙ্গে ছেঁড়া ও খোলা তার ব্যবহার না করারও পরামর্শ দেন তিনি। মণ্ডপের ভিতর মূল সংযোগ স্থাপনকারী তারগুলি পাইপের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ বিদ্যুৎমন্ত্রীর। মণ্ডপে লোকজন থেকে নিরাপদ দূরত্বে বিদ্যুৎ সংযোগস্থলটির ব্যবস্থা করার জন্য বলা হয়েছে। প্রয়োজন বিশেষে, দমকল ও বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা যাতে সহজেই মণ্ডপের বিদ্যুৎ সংযোগস্থলে ঢুকতে পারেন, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। পুজোয় বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত কোনও সমস্যার জন্য হেল্পলাইন নম্বরও ঘোষণা করেছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। সবমিলিয়ে নিরাপদে পুজো উপভোগ করতে রাজ্যবাসীর পাশে থাকারও বার্তা দেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কন্ট্রোল রুম হেল্পলাইন- ৮৯০০৭-৯৩৫০৩/ ৮৯০০৭-৯৩৫০৪/১৯১২১। সিইএসসি হেল্পলাইন — ৯৮৩১০-৭৯৬৬৬/ ৯৮৩১০-৮৩৭০০/১৯১২।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দার্জিলিং হিল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজের উদ্বোধন হল তাকডাহ ব্লকে। দার্জিলিং হিলস আজ প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পেয়েছে বলে সবাই খুশি। এটি তৈরি করেছে জিটিএ

আমার বাংলা
28 August, 2025 • Thursday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

দুই কোটিতে পাঁচ কিমি রাস্তার কাজের শিলান্যাস

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও একের পর এক উন্নয়নের কাজ চলছে। গ্রামীণ মানুষদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাস্তা, নর্দমা, নদীবাঁধ, পানীয় জল ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বুধবার দুপুরে রাজ্য গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে কুকুরযান ও পানিকাউরি অঞ্চলের শারিয়াম জাতীয় সড়ক থেকে কদমতলা কালীমন্দির পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। খরচ হবে প্রায় দুই কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা। এলাকার মানুষ খুশি, রাস্তা তৈরি হলে ভোগান্তির অবসান ঘটবে।

■ ফিতে কেটে কাজের সূচনা করছেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

নেত্রীর বাড়িতে ভাঙচুর

■ তৃণমূল জেলা পরিষদ সদস্য চৈতি বর্মন বড়ুয়ার বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে। ভাঙচুর হয়েছে আসবাবপত্র, বাতানুকূল যন্ত্র ইত্যাদি। চৈতি তুফানগঞ্জ ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতিও ছিলেন। এদিন তাঁর বাড়িতে যান দলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন।

নদীতে মহিলার দেহ

■ এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেল রাম্বিখোলার মংপু থেকে। গতকাল রাত ৮টা নাগাদ। স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে মংপু পুলিশকে জানান। কীভাবে ওখানে মৃতদেহ এল, খুন কি না ইত্যাদি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। রাম্বিখোলা মংপুর অন্যতম জলের উৎস। নদী থেকে মৃতদেহ মেলায় স্থানীয়রা জল ব্যবহার করতে চাইছেন না।

চা-বাগানে বাবা-খুন

■ বানারহাট ব্লকের গান্দ্রাপাড়া চা-বাগানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নিহত করমজিৎ মিংকে খুনের অভিযোগ উঠল তাঁরই ছেলে রাহুল মিং ও ভাগ্নে অমিত কুজুরের বিরুদ্ধে। করমজিতের বোন যশোমতী ওরাওঁ বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়েই পুলিশ দ্রুত তদন্তে নেমে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পারিবারিক অশান্তি থেকেই খুন বলে জানা গিয়েছে। দেহ জঙ্গলে খুঁড়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

দুর্গাপুজো প্রস্তুতিসভা

■ আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে প্রশাসনের উদ্যোগে ধূপগুড়ি পুরসভার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্রস্তুতিসভা। সভার নেতৃত্ব দেন ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক। ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়, বিডিও সঞ্জয় প্রধান, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেইলসন লেপচা, ধূপগুড়ি ও বানারহাট থানার আইসি, দুই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক। ধূপগুড়ি পুরসভায় সরকারি অনুমোদন ও অনুদানপ্রাপ্ত মোট ৪৪টি পূজা কমিটি রয়েছে।

গণেশ উৎসব

■ সাড়ম্বর গণেশ উৎসব আয়োজিত হল রহড়ায়, গণপতি মহোৎসব পুজো কমিটির উদ্যোগে। ছিলেন পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক মলয় চক্রবর্তী, অনুপম হালদার, মৃত্যুঞ্জয় রায়, শিউলি গোমস, অনসূয়া সামন্ত, সাথী সরকার, স্নেহাশিস পাল, সুকুমার শীল।

বনকর্মীদের ফাঁদে চিতাবাঘ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বনকর্মীদের উদ্যোগে স্বস্তি ডুয়ার্সের মাল ব্লকের মানাবাড়ি চা-বাগানে। অবশেষে খাঁচাবন্দি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ, যে কয়েকমাস ধরে বাগান জুড়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল। শ্রমিকদের অভিযোগ, সন্ধে নামলেই মহল্লায় ঢুকে ছাগল, শুয়োর, বাছুর তুলে নিয়ে যেত। দিনের বেলাতেও তাকে দেখা যেত চা-বাগানে। আতঙ্কিত শ্রমিকরা কাজ করতে ভয় পাচ্ছিলেন। বন দফতর ছাগল দিয়ে টোপ পাতে।

সংখ্যালঘু সেলের কার্যালয়

সংবাদদাতা, ইসলামপুর : সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন বুথগুলিকে শক্তিশালী করতে। উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের নতুন দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনে এসে জানালেন দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। ইসমাইল চক এলাকায় এই কার্যালয়ের উদ্বোধনে ছিলেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, জেলা মাইনরিটি সেলের সভাপতি মহম্মদ রায়হান আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেতা-কর্মীরা যোগ দেন। রায়গঞ্জ টাউন মাইনরিটি সেলের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শাহনওয়াজ আলম। তাঁর হাতে স্মারকপত্র দেন জেলা নেতৃত্ব। নতুন কার্যালয় সংগঠনের শক্তি বাড়াবে বলে অভিমত নেতৃত্বের।

বিরোধীরা উত্তেজনা ছড়াতেই রাজনীতি করছে: সিদ্দিকুল্লা

সংবাদদাতা, মালদহ : বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি। বুধবার মালদহ জেলার চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের ওলিহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাই মাদ্রাসায় আয়োজিত 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে। সিদ্দিকুল্লা নাম না করে বিরোধীদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে বলেন, মালদহে কিছু বিজেপির বদরক্ত রয়েছে, যা আমি বিধানসভায় উপলব্ধি করি। যারা মাথা গরম করবে, তাদের উপর সাধারণ মানুষ যেখানে সেখানে কোপ মারবে। ছিলেন বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ, রফিকুল হোসেন, আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু প্রমুখ।

চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যু

সংবাদদাতা, শালবাড়ি : নাগরাকাটার উত্তর শালবাড়ি এলাকায় চিতাবাঘের আক্রমণে প্রাণ হারাল এক কিশোর। নাম কারিমুল হক ওরফে আলামিন (১২), ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। বুধবার সন্ধে সাতটা নাগাদ বাড়ির সামনে খেলছিল, সেই সময় চিতাবাঘ এসে টেনে নিয়ে যায়। বনকর্মীরা দ্রুত খোঁজাখুঁজি করে জঙ্গলের ভেতর থেকে দেহটি উদ্ধার করেন। বনকর্তা রাজীব দে জানান, যত দ্রুত সম্ভব চিতাবাঘটিকে ধরার চেষ্টা চলছে।

সাফাইকর্মীদের হাতে গণেশপুজোর উদ্বোধন

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষজনকে সম্মান জানাতে উদ্যোগী শিলিগুড়ি ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের আমরা ক'জন ক্লাব। প্রথা ভেঙে গণেশপুজোর উদ্বোধন করলেন না কোনও জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক কর্তা, শিল্পী। বরং উদ্বোধনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল সাফাইকর্মীদের হাতে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে জানানো হয়েছে, শহরের পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে সাফাইকর্মীরা সারাবছর নিরলস পরিশ্রম করেন। তাঁদের কাজকে সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ। সম্মান পেয়ে উচ্ছ্বসিত সাফাইকর্মীরা। তাঁদের কথায়, এতদিন কাজ করে যাচ্ছি, এভাবে আমাদের সম্মানিত করা হবে ভাবিনি। এই মুহূর্ত সত্যিই গর্বের। পাড়ার মানুষও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

পাওয়া গেল খুনি দেবরাজের ফোন

প্রতিবেদন : কৃষ্ণনগরে ছাত্রীকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুনে অভিযুক্ত যুবক দেবরাজ সিং সম্ভবত উত্তরপ্রদেশেই গা-ঢাকা দিয়েছে। পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে সে বরাকরে চলে গিয়ে সেখানে মোবাইলটি ফেলে দেয়। লছিপুরে এক ব্যক্তির কাছ থেকে পুলিশ নতুন সিম-সহ মোবাইলটি উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, খুনের পর সে কৃষ্ণনগর থেকে বরাকরে গিয়েছিল দুন এক্সপ্রেসে। খুন হওয়া ১৯ বছরের ছাত্রী ঈশিতা মল্লিকের পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, তার মাথায় তিনটি গুলির ক্ষত ছিল। মাথা থেকে একটি গুলি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, মাসখানেক আগে ঈশিতাকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে সে তার বাবাকে ভিডিও কল করে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল। চাকরি পেলেই বিয়ে দিতে মেয়ের বাবা রাজি হয়েছিলেন। ঈশিতা নিজেও রাজি ছিল। তারপরেও কেন খুন, ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

ওড়িশায় খুন পরিযায়ী কর্মী

সংবাদদাতা, সামশেরগঞ্জ : ওড়িশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে খুন মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের পরিযায়ী শ্রমিক। নাম লোকমান শেখ(৪৫)। তাঁর বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার দেবীদাসপুর গ্রামে। তিনদিন রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ থাকার পর বুধবার সকালেই একটি জঙ্গল থেকে রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ওই শ্রমিকের। সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাদে সামশেরগঞ্জ থেকে একসঙ্গে কাজে যাওয়া সহকর্মীরাই খুন করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ইতিমধ্যেই দেহ ফিরিয়ে নিয়ে আসার তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। প্রশাসন ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব পরিবারের পাশে আছে।

উত্তর থেকে প্রতিষ্ঠাদিবসে

■ দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বিশাল র‍্যালি করে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে কলকাতায় এল প্রায় ১২০০ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী এবং সমর্থক। দলে ছিলেন জেলা টিএমসিপি সভাপতি তনয় তালুকদার, টাউন সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার, মিঠুন বৈশ্য প্রমুখ।

■ কলকাতায় এলেন কালিয়াগঞ্জ ব্লকের সংগঠনের সদস্যরা। মঙ্গলবার রাতে কলকাতা-রাধিকাপুর এক্সপ্রেসে রওনা হয়েছিলেন জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রন্তু দাসের নেতৃত্বে। ছিলেন রাজ্য তৃণমূল সম্পাদক অসীম ঘোষ, পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা, হিরন্ময় সরকার, সিরাজুল ইসলাম, সুজিত সরকার প্রমুখ।

দুই জেলার তিন সমবায় ভোটে বিরাট জয় তৃণমূল কংগ্রেসের

নন্দীগ্রামে খাতা খুলতেই পারল না গোহারা বিজেপি

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : সমবায় সমিতির নির্বাচনে খাতাই খুলতে পারল না বিজেপি। নিরঙ্কুশ জয় পেল তৃণমূল। ফলে বুধবার নন্দীগ্রামের গড়চক্রবেড়্যা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে মুখ পুড়ল বিজেপির। এই সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের ১২টি আসনেই জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। মনোনয়ন পর্বেই তিনটি আসনে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। বুধবার বাকি ৯টি আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও একটিতেও জয়ের মুখ দেখতে পেল না বিজেপি। তাদের প্রতি টিপ্পনি শুরু করেছেন তৃণমূল নেতারা। উল্লেখ্য, সকাল থেকেই নির্বাচন ঘিরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিল। বিকেলে একের পর এক আসনে তৃণমূলের জয় ঘোষণা হতেই এলাকা ছেড়ে হাওয়া হয়ে যান বিজেপি নেতারা। বিকেল নাগাদ সব ক'টি আসনে জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই

গড়চক্রবেড়্যা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোটে জয়ের পর তৃণমূল প্রার্থীদের বিজয়োল্লাস।

সবুজ আবির মেখে বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠেন জয়ী প্রার্থী ও নেতারা। মোট ভোটার ৬৭২-এর মধ্যে ভোট পড়ে ৯২%। এই সমবায়টি কালীচরণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। সেখানে সংরক্ষিত আসনের জন্য বিজেপি প্রধান থাকলেও আসন সংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে তৃণমূল। এবার সমবায় ভোটে তৃণমূলের কাছে একেবারে কুপোকাত বিজেপি। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়, ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ, তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান, আবু তাহের-সহ অন্যরা। তাঁরা জানান, বিজেপি সব সময় দাবি করে হিন্দুদের সব ভোট তাদের। আজকের ভোটে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, বিজেপির পাশে কোনও ধর্মই নেই। বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভোটে এখানে আমরা বিজেপিকে হারাব।

কৃষি উন্নয়ন সমিতির বোর্ড এল হাতে

কাঁকসা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : কাঁকসা ব্লকের আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজবাঁধ সোনালিকা কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে বুধবার বোর্ড গঠন করল তৃণমূল। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি-সহ অন্য পদাধিকারীদের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে ব্লক তৃণমূল সভাপতি নবকুমার সামন্ত বলেন, নবনির্বাচিত বোর্ড মানুষের স্বার্থে কাজ করবে। তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দেখে হারার ভয়ে কোনও বিরোধী দলই এই নির্বাচনে অংশ নেয়নি। যুবনেতা তথা দুর্গাপুর আইএনটিটিইউসি সদস্য রাজেশ কোনার তাঁদের প্রার্থীদের জয়ে এলাকার মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, রাজ্যজুড়ে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলছে। সেইমতো এই

বোর্ড গঠনের পর তৃণমূলের নেতারা।

সমিতিও এলাকার মানুষের স্বার্থে কাজ করবে। এলাকার মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এখানে যে কাজ করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আগামী দিনেও এলাকাবাসী আরও অনেক কাজ উপহার হিসাবে পাবেন।

মহিলা সংঘের ভোটে জয় মহিষাদলে

সংবাদদাতা, মহিষাদল : বুধবার মহিষাদল ব্লকের গড়কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বজয়া বহুমুখী প্রাথমিক মহিলা সংঘ সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে ১৩টি আসনের ১০টিই এল তৃণমূলের হাতে। এর পরই বিজয়োল্লাসে মাতেন জয়ী প্রার্থী ও কর্মীরা। জয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মহিলাদের জন্য একাধিক যুগান্তকারী প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছেন। তাই তৃণমূলকে ঢেলে আশীর্বাদ করেছেন মহিলারা। সব ভোটেই বিজেপি এভাবে গোহারা হারবে।

জয়ের পর বিজয়ী প্রার্থী-সহ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে পঞ্চায়েত সদস্যা

সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া : বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির ভাঙন আরও স্পষ্ট হচ্ছে। বুধবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুরে পাঁশকুড়া ১ ব্লকের পুরুষোত্তমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির সদস্য রিঙ্কু দাস তৃণমূলের যোগ দেন। সঙ্গে আরও ১৫ বিজেপি কর্মী তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে তুলে নেন। এই পঞ্চায়েত বর্তমানে তৃণমূলের হাতে। বিজেপিতে থেকে উন্নয়নের কাজে নিজেকে শামিল করতে না পেরেই তৃণমূলের ঝান্ডা ধরলেন রিঙ্কু দাস। তার হাতে এদিন তৃণমূলের ঝান্ডা তুলে দেন তমলুক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিতকুমার রায়। পুরুষোত্তমপুর বাজারে আমাদের পাড়া কর্মসূচি নিয়ে প্রস্তুতিসভার

পতাকা তুলে দিচ্ছেন জেলা সভাপতি সুজিত রায়।

সঙ্গেই চলে যোগদান পর্ব। সুজিতবাবু বলেন, বাংলায় উন্নয়নযজ্ঞ চলবে আর বিজেপি হারবে।

দিঘায় চালু 'যাত্রীসাথী' অ্যাপ ক্যাব

সংবাদদাতা, দিঘা : এবার সৈকত শহর দিঘাতেও 'যাত্রীসাথী' অ্যাপ ক্যাবের পরিষেবা। যানজট এড়াতে এর আগে রাজ্য সরকার কলকাতা ও শহরতলি এলাকায় যাত্রীসাথী অ্যাপ চালু করে। সেখানে মূলত হলুদ ট্যাক্সি ও অটোগুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছিল। এবার দিঘাতেও অটো এবং ট্যাক্সিকে নিয়ে সূচনা হল 'যাত্রীসাথী' অ্যাপ ক্যাব পরিষেবার। বুধবার বিকেলে ওল্ড দিঘায় এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য। জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, যাত্রীসাথী অ্যাপ ডাউনলোড করে দিঘায় আসা পর্যটকেরা সরাসরি এই সুবিধা নিতে পারবেন। দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর-সহ আশপাশের সৈকতগুলিতে এই সুযোগ মিলবে। অ্যাপে নির্ধারিত ভাড়াতেই যাত্রা করতে পারবেন পর্যটকরা। ফলে অতিরিক্ত ভাড়ার ঝুঁকি থেকে রেহাই পাবেন তাঁরা। প্রাথমিকভাবে ১৩০টি অটো এবং ১২০টি ট্যাক্সি মিলে ২৫০টি গাড়ি এই অ্যাপে সংযুক্ত হয়েছে। ভোর থেকে গভীররাত, যে কোনও সময় বুকিং করে নিরাপদ যাত্রা করতে পারবেন পর্যটকরা। দিঘায় জগন্নাথধাম উদ্বোধনের পরই দেশবিদেশের যাত্রীরা আসছেন। সেই সুযোগে অটো-টোটোর ভাড়া বাড়ায় নাজেহাল পর্যটকেরা। এবার অ্যাপে নির্ধারিত ভাড়ার বেশি নিলে অ্যাপেই অভিযোগ জানাতে পারবেন তাঁরা।

অভিষেকের প্রাণনাশের হুমকি, হরিয়ানায় ধৃত ডোমকলের যুবক

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : সমাজমাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে হরিয়ানার আম্বালা থেকে গ্রেফতার হল শারিজুল শেখ। বাড়ি মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার আমিনাবাদ এলাকায়। হরিয়ানা পুলিশের সহায়তায় মঙ্গলবার তাকে আম্বালা থেকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানা গিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সূত্রে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং জানান, 'গত ২৪ অগাস্ট মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম থানায় এক ব্যক্তির অভিযোগে জানানো হয়, শারিজুল শেখ একটি জনপ্রিয় সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে আগামী ১০ দিনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার হুমকি দেয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে হরিয়ানা পুলিশের সহায়তায় ২৫ অগাস্ট আম্বালা থেকে গ্রেফতার করা হয় শারিজুলকে।

তার বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ে যুক্ত থাকার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে সে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা বিক্রির ব্যবসাও চালাত বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে ধৃতকে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা-সহ ছবি ওভিডিও পোস্ট করতেও দেখা গিয়েছে। ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে জেলায় এনে বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করবে জেলা পুলিশ।

৩০ হোটেলে আইনি নোটিশ

সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর : জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে একাধিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। বহু ক্ষেত্রে দেখা তাদের ঠিকঠাক লাইসেন্স পর্যন্ত নেই। মানা হচ্ছে না কোনও স্বাস্থ্যবিধি। বুধবার সকাল থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় জেলা খাদ্য ও সুরক্ষা দফতরের প্রতিনিধিদল। পর্যাপ্ত লাইসেন্স না থাকা এবং স্বাস্থ্যবিধি না মানায় নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার ৩০টি হোটেলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে চলেছে জেলা খাদ্য ও সুরক্ষা দফতর। খাদ্যের গুণগত মানের পাশাপাশি রান্নাঘরের ঠিকমতো পরিকাঠামো নেই। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি হয় খাবার। তল্লাশিতে বহু ক্ষেত্রে বাসি খাবার জমিয়ে রাখার প্রমাণ হাতেনাতে পেয়েছেন প্রতিনিধিরা। রাঁধুনিরাও স্বাস্থ্যবিধি মানেন না।

বন্যায় ভেসে যাচ্ছে গোটা দেশ। উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীরের পাশাপাশি পাঞ্জাবের পরিস্থিতিও ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এবার পাঞ্জাবের পাঠানকোট থেকে উদ্ধার করা হল বন্যায় ভেসে যাওয়া ২২ জন সিআরপিএফ জওয়ানকে। ভারতীয় সেনার চপার উড়ে গিয়ে পাঠানকোট থেকে ওই জওয়ানদের উদ্ধার করে

চালু হয়ে গেল ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতি

মহাবিপাকে ভারতের শ্রমনির্ভর ক্ষেত্রগুলি

প্রতিবেদন: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছে, যার ফলে ভারতের উপর মোট শাস্তিমূলক শুল্ক ৫০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন নির্দেশ উপেক্ষা করে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা অব্যাহত রাখায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। বুধবার সকাল ৯:৩০ থেকে কার্যকর হওয়া এই উচ্চ শুল্ক ভারতের রফতানিকারকদের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করবে বলে বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন। এই শুল্কনীতি দেশের রফতানি-সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে আশঙ্কা।

গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই)-এর মতে, উচ্চ হারে মার্কিন শুল্ক বলবৎ হওয়ার ফলে ৬০.২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় রফতানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষত বস্ত্র, রত্ন, গয়না, চিংড়ি, কার্পেট এবং আসবাবপত্রের মতো শ্রমনির্ভর শিল্পখাতগুলিতে রফতানি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে, যা লক্ষ লক্ষ কর্মীর জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করবে। এই শুল্ক ভারতের মোট ৮৬.৫ বিলিয়ন ডলারের রফতানির প্রায় ৬৬ শতাংশ পণ্যের ওপর প্রযোজ্য হবে। যদি এই শুল্কহার বহাল থাকে, তাহলে আগামী বছর রফতানি কমে ৪৯.৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসতে পারে। এতে চিন, ভিয়েতনাম এবং মেক্সিকোর মতো প্রতিদ্বন্দ্বীরা মার্কিন বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও জোরদার করার সুযোগ পাবে।

রফতানিকারক গোষ্ঠীগুলি আশঙ্কা করছে যে এই শুল্ক বৃদ্ধিতে প্রায় ৮৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা বাংলাদেশ, চিন এবং ভিয়েতনামের মতো দেশগুলিকে সুবিধা দেবে। মুডি'স অ্যানালিটিক্সের এক বিশ্লেষণে সতর্ক করা হয়েছে যে, নতুন মার্কিন শুল্কহার ভারতীয় পণ্যের চাহিদা মারাত্মকভাবে হ্রাস করবে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্কিন মুলুকে সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্টের কাছে বিক্রি কমে যাওয়ায় রফতানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মুডি'স আরও জানিয়েছে, কিছু সংস্থা বিক্রি ধরে রাখতে পণ্যের দাম কমাতে পারে, কিন্তু এতে তাদের মুনাফার মার্জিন কমে যাবে, মজুরি বৃদ্ধি সীমিত হবে এবং বিনিয়োগ হ্রাস পাবে, যা সামগ্রিক ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে। বিশ্লেষকরা বলছেন ওষুধ, স্মার্টফোন এবং ইস্পাতের মতো খাতগুলি মার্কিন শুল্কনীতির জেরে তুলনামূলক কম প্রভাবিত হবে। এই খাতগুলিতে শুল্ক কাঠামোর ছাড় এবং ভারতে নিরবচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ চাহিদার কারণে এই অর্থনৈতিক ধাক্কা

এক নজরে শুল্কনীতি

- বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে কার্যকর হয়ে গিয়েছে ভারতের উপর আমেরিকার নতুন শুল্কনীতি।
- রুশ তেল আমদানির 'শাস্তি' হিসাবে ভারতের উপর ৫০% শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প।
- প্রায় ৬০.২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় রফতানি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা।
- বস্ত্র, রত্ন, গয়না, চিংড়ি, কার্পেট ও আসবাবপত্রের মতো শ্রমনির্ভর খাতে রফতানি ৭০% পর্যন্ত কমে যাওয়ার আশঙ্কা।
- রফতানিকৃত প্রায় ৬৬% ভারতীয় পণ্যের উপর প্রযোজ্য বর্ধিত শুল্ক।
- পরোক্ষভাবে সুবিধা পাবে বাংলাদেশ, চিন, ভিয়েতনামের মতো একাধিক দেশ।

কিছুটা সামাল দেওয়া সম্ভব হতে পারে। এই শুল্কবৃদ্ধি উভয় দেশের কৌশলগত সম্পর্কেও গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে 'কোয়াড'-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতকে নিজেদের আরও কাছে টানতে চেয়েছে, যা অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানকে সঙ্গে নিয়ে চিনকে মোকাবিলা করার জন্য একটি নিরাপত্তা জোট। চলতি বছরের শুরুতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর কোয়াডের প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক ফোকাসকে শক্তিশালী করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে এখন এই শুল্ক উত্তেজনা সেই প্রচেষ্টাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। আমেদাবাদে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ভারত কৃষক, ক্ষুদ্রশিল্প এবং দেশীয় উৎপাদকদের স্বার্থের সঙ্গে আপস করবে না। তিনি বলেন, আমাদের উপর চাপ বাড়তে পারে, কিন্তু আমরা তা সবই সহ্য করব। নতুন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের 'স্বদেশি' পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ওয়াশিংটনের অর্থনৈতিক চাপ যাই হোক না কেন, সরকার এর একটি সমাধান খুঁজে বের করবে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এনবিসি'র 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এই কৌশলকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'আক্রমণাত্মক অর্থনৈতিক চাপ' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, হয়তো আমরা আরও চাপ প্রয়োগ করব, অথবা আমরা মনে করব যে আমরা অগ্রগতি করছি এবং সেই চাপ কমিয়ে আনব। আমাদের হাতে এখনও অনেক কিছু করার আছে। এর আগে, গত মার্চ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে পাঁচ দফা নিবিড় আলোচনা সত্ত্বেও কোনও সুনির্দিষ্ট ফলাফল আসেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উচ্চশুল্ক এবং বাণিজ্যিক বাধার কথা উল্লেখ করে ভারতীয় আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন, যা ৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়। তিনি ভারতের অর্থনীতিকে 'মৃত' বলেও অভিহিত করেছিলেন। এর জবাবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এই শুল্ককে অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অসংগত বলে অভিহিত করে এবং সতর্ক করে যে ভারত তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে ভারত এখনও কোনও নতুন নির্দেশ জারি করেনি। মস্কোতে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বলেছেন, ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক বাড়লেও ভারত সেই উৎস থেকে তেল কেনা চালিয়ে যাবে যা 'সর্বোত্তম চুক্তি' প্রদান করে। তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য হল ভারতের ১.৪ বিলিয়ন মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের সাথে ভারতের সহযোগিতা আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ মার্কিন শুল্কচাপের মুখেও রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ছেদ দিতে নারাজ নয়াদিল্লি।

বৈষ্ণোদেবীতে বিপর্যয়, ভূমিধসে নিহত ৪০

প্রতিবেদন : প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিধসে জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরায় বৈষ্ণোদেবী তীর্থযাত্রার পথে অর্ধকুমারীর কাছে বিশাল ভূমিধসে প্রায় ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধারকারী দলগুলি এখনও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা। জম্মুতে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগুলির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে, যার মধ্যে সেতু ভেঙে পড়া এবং বিদ্যুতের লাইন ও মোবাইল টাওয়ারের ব্যাপক ক্ষতিও আছে। অবিরাম ভারী বৃষ্টিতে জেলা জুড়ে আকস্মিক বন্যা ও জলমগ্নতার কারণে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৩,৫০০ জনেরও বেশি বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শক্তিশালী ধসে পথঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং প্রশাসন সতর্ক করেছে যে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ত্রিকুটা পাহাড়ের দিকে যাওয়ার পথটি কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এক্সে জানান, প্রবল বৃষ্টির কারণে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বেশ কিছু পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় প্রায় অস্তিত্বহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে।

এদিকে বিপন্ন এলাকার বড় অংশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং সংকট আরও গভীর হচ্ছে। জেলা প্রশাসন, জেকে পুলিশ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের যৌথ দল নিয়ে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম চলছে। দক্ষিণ কাশ্মীরের ঝিলম নদীর জলস্তর সঙ্গমের কাছে বিপদসীমা ২২ ফুট অতিক্রম করায় সেখানে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভারী বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় জম্মু এবং সাম্বার ২০ থেকে ৩০টি নিচু এলাকা এবং বেশ কয়েকটি অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে মানুষজন প্রতিনিয়ত ত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য ফোন করে চলেছে। পরিকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেতু ভেঙে পড়েছে এবং মোবাইল টাওয়ার ও বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে গেছে। জম্মু এবং আশেপাশের অঞ্চলে প্রবল বজ্রঝড় এবং ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, এবং সেখানে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে জম্মু শহর, আরএস পুরা, সাম্বা, আখনুর, নাগরোটা, কোট ভলওয়াল, বিষ্ণাহ, বিজয়পুর, পুরমণ্ডল এবং কাঠুয়া ও উধমপুরের কিছু অংশ। রিয়াসি, রামবান, ডোডা, বিল্লাওয়ার, কাটরা, রামনগর, হিরানগর, গোল, বানিহাল এবং সাম্বা ও কাঠুয়া জেলার পার্শ্ববর্তী অংশে হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। জম্মু বিভাগের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলকে আগামী কয়েকদিন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে লেহ বিমানবন্দরে পরিষেবা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে মেঘের চূড়া ১২ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছেছে, যা খুব সক্রিয় ঝড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কাছে দূরে
28 August, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়া জেলার শিবগঞ্জ। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত। পর্যটনের নতুন ঠিকানা। পিকনিক করার আদর্শ জায়গা। একদিনের জন্য ঘুরে আসতে পারেন

ডাউকির হাতছানি

পর্যটকেদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মেঘালয়ের ডাউকি। অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নদীর নির্মলতা এখানকার প্রধান আকর্ষণ। আশেপাশে আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলায় অবস্থিত 'ডাউকি'। ছোট্ট একটি হিলস্টেশন। যেন এক স্বপ্নের জায়গা। রূপকথার মায়ারাজ্য। সাদাকালো মেঘ ভেসে বেড়ায় মাথার উপর। এই কারণে ডাউকিকে অনেকেই বলেন মেঘের দেশ। অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং উমঙ্গট নদীর নির্মলতা এখানকার প্রধান আকর্ষণ। নদীর জল এতই স্বচ্ছ যে, তলদেশ স্পষ্ট দেখা যায়। গত কয়েক বছরে জায়গাটা পর্যটকদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

উমঙ্গট নদীর আরেক নাম ডাউকি নদী। খাসি এবং জয়ন্তিয়া অঞ্চল দিয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ডাউকি নদীতে নৌবিহার করেই সারাটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। তখন মনে হতে পারে যেন মহাশূন্যে ভাসছেন। কীভাবে যে দিন কেটে যাবে, বুঝতেই পারবেন না। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যেতে পারে চুপচাপ নদীর তীরে বসেও।

আশেপাশে আছে আরও বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। তার মধ্যে অন্যতম পূর্ব খাসি পাহাড় জেলায় অবস্থিত ছোট্টো গ্রাম মাওলিননং। এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শিলং থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ডাউকি থেকে খুব কাছে। সবথেকে বড় কথা, মাওলিং গ্রামে নারীদের বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। আজও দেখা যায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। নির্দিষ্ট দূরত্বে পর পর বাঁশের তৈরি ডাস্টবিনে আবর্জনা জমা করা হয় এবং তা থেকে প্রস্তুত করা হয় জৈবসার। গ্রামে প্রবেশ করলে মনে হতে পারে বাস্তব জগতে নয়, যেন চিত্রশিল্পীর আঁকা কোনও ক্যানভাসে ঢুকে পড়েছেন। এতটাই সুন্দর, এতটাই নিখুঁত। মন ছুঁয়ে যাবে।

ডাউকি থেকে মাওলিননং যাওয়ার পথেই পড়ে রাওয়াই গ্রাম। এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হল রাবার গাছের শিকড় দিয়ে তৈরি একটি সেতু। জানা যায়, প্রায় তিনশো বছর আগে খাসি আদিবাসীরা এই সেতুটি তৈরি করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এক অনন্য নিদর্শন। জঙ্গলের ভিতরের নদী পারাপারের জন্য এই সেতু ব্যবহার করা হয়। পৌঁছানো যায় একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেকের মধ্যে দিয়ে। অতিবৃষ্টিতে সেতুটি কখনও কখনও নষ্ট হয়ে যায়। তবে বৃষ্টি কমলে স্থানীয়রা হাত মিলিয়ে আবার তৈরি করে নেন। শুরু হয় পারাপার।

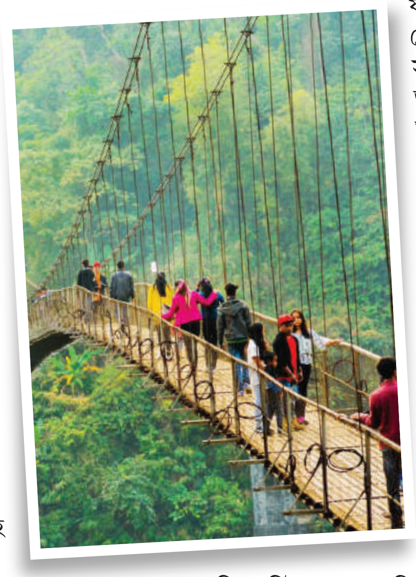

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত জাফলং জিরো পয়েন্ট। এখানেই স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন উমঙ্গট নদী ভারতের সীমানা পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ডাউকি বাজার থেকে জাফলং জিরো পয়েন্ট দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার। এখানকার রাস্তাঘাটে ভারতীয় সেনারা সবসময় পাহারা দেন। যদিও তাতে বেড়ানোর কোনও সমস্যা হয় না। ডাউকির অন্যতম আকর্ষণ হল ডাউকি-শ্নংপডেং সীমান্ত, যেটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি বৈধ সীমান্ত। মন চাইলে পর্যটকরা শ্নংপডেং গ্রামেও যেতে পারেন। পারেন স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে। ডাউকি থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বড়হিল ঝরনা। জঙ্গলভর্তি পাহাড়, পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের ঝরনা এখানকার সৌন্দর্যকে আরও মায়াবী করে তুলেছে। অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে খাসি পাহাড়, স্থানীয় বাজার এবং কাছাকাছি রেইনফরেস্ট।

ডাউকি পরিদর্শনের সময়, পর্যটকদের কয়েকটি বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি বৈধ আইডি প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে এবং একটি ভ্রমণ পারমিট সঙ্গে রাখতে হবে। সেইসঙ্গে যথাযথ পোশাক পরা এবং স্থানীয় রীতিনীতিকে সম্মান করাও গুরুত্বপূর্ণ। একজন স্থানীয় গাইড সঙ্গে রাখতে পারলে খুব ভাল হয়। এমন একজন, যিনি স্থানীয় সংস্কৃতি, বিশেষ জায়গাগুলো সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানেন এবং পর্যটকদের জানাতে পারবেন। নদী থেকে স্থানীয় বাজার পর্যন্ত, দর্শনার্থীদের বিনোদনের জন্য প্রচুর আকর্ষণ এবং আয়োজন রয়েছে। সবমিলিয়ে এই সময়ে বেড়ানোর আদর্শ জায়গা। হাতছানি দেয় ডাউকি? সপরিবার ঘুরে আসুন।

কীভাবে যাবেন?

শিলং-এর উমরোই বিমানবন্দর থেকে ডাউকির দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। অনেকে গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকেও ডাউকির দিকে রওনা দেন। বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি, বাস ইত্যাদি পাওয়া যায়। রেলপথে গুয়াহাটি স্টেশনে নেমেও সেখান থেকে ট্যাক্সি বা বাসে ডাউকি যাওয়া যায়। গুয়াহাটি থেকে শিলং পৌঁছানো যায় হেলিকপ্টারে। সেখান থেকে গাড়িতে ডাউকি।

কোথায় থাকবেন?

ডাউকি এবং আশেপাশের এলাকায় আছে বেশকিছু রিসর্ট, হোটেল। ফলে থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। হঠাৎ পৌঁছে না গিয়ে যাওয়ার আগে বুকিং করে গেলেই ভাল। নিশ্চিত থাকা যায়। একটি পরামর্শ, ডাউকি অঞ্চলের খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু। বেড়াতে গিয়ে অবশ্যই স্বাদ নেবেন। হাতে দিন চারেক সময় নিয়ে গেলে চমৎকার ঘোরা হবে।

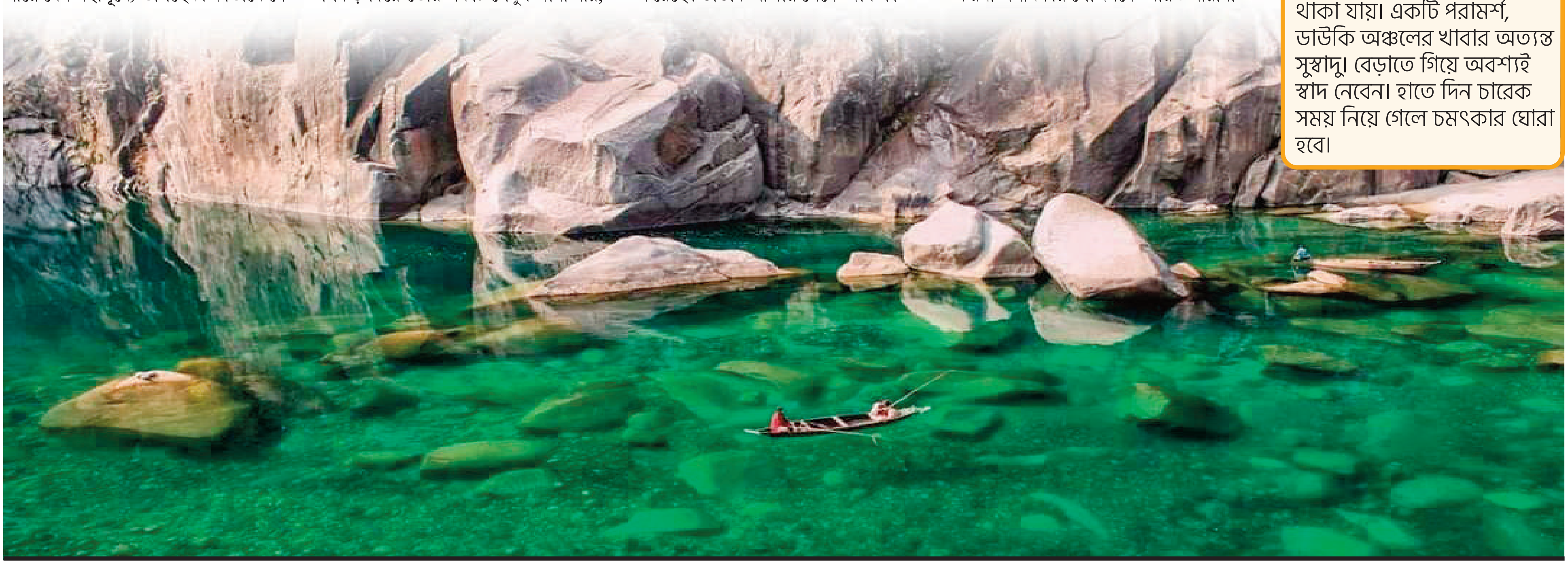

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডুরান্ড কাপ জয়ী নর্থ- ইস্ট ইউনাইটেডকে প্রেসিডেন্টস কাপ তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

কোয়েলের বিশ্বরেকর্ড, অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

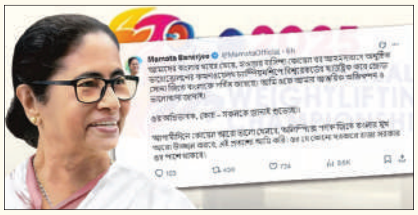

প্রতিবেদন : ভারোত্তোলনে যুব কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বরেকর্ড হাওড়ার ১৭ বছরের মেয়ে কোয়েল বরের। একটি, দু'টি নয়! জোড়া সোনায় একসঙ্গে তিনটি বিশ্বরেকর্ড বঙ্গতনয়ার। কোয়েলের দুরন্ত সাফল্যের জন্য বাংলার মেয়েকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলেদের ৬৫ কেজি বিভাগে সোনা জেতে বাংলারই অনীক মোদি।

মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, আমাদের বাংলার ঘরের মেয়ে হাওড়ার বাসিন্দা কোয়েল বর আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ভারোত্তোলনের কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বরেকর্ডের হ্যাটট্রিক করে জোড়া সোনা জিতে বাংলাকে গর্বিত করেছে। আমি ওকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও ভালবাসা জানাই। ওর অভিভাবক, কোচ— সকলকে জানাই শুভেচ্ছা। আগামী দিনে কোয়েল আরও ভাল খেলবে, অলিম্পিকে পদক জিতে বাংলার মুখ আরও উজ্জ্বল করবে, এই প্রত্যাশা আমি করি। ওর যে কোনও দরকারে রাজ্য সরকার পাশে থাকবে। কোয়েল ১৯২ কেজি ওজন তুলে যুব ভারোত্তোলনে বিশ্বরেকর্ড করে কোয়েল। সেই সঙ্গে জিতে নেয় সোনাও। যুব ভারোত্তোলনে ৫৩ কেজি বিভাগে আগের বিশ্বরেকর্ড ছিল ১৮৮ কেজি। কোয়েল তা সহজেই ভেঙে দেয়। ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে ১০৭ কেজি ওজন তোলে কোয়েল। এই বিভাগে বিশ্বরেকর্ড ছিল ১০৫ কেজি। স্ন্যাচে ৮৫ কেজি ওজন তুলে বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করে হওড়ার তরুণী। মুরগির মাংস বিক্রেতার মেয়ে কোয়েল ইউথ ছাড়াও জুনিয়র বিভাগেও সোনা জেতে। রেকর্ডের হ্যাটট্রিক, জোড়া সোনা। কোয়েল বলছে, বাবাকে জিমে যেতে দেখেই আমি ভারোত্তোলন শুরু করি। বিজয় (শর্মা) স্যারের কাছে কোচিং নেওয়ার পর গত দু'বছরে অনেক উন্নতি করেছি। বিশ্বরেকর্ডের লক্ষ্য ছিল। আমি প্র্যাকটিসেও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১০৭-১০৮ কেজি ওজন নিয়মিত তুলেছি। জানতাম রেকর্ড হবেই।

ফেডারেশনকে চূড়ান্ত সময়সীমা ■ আজ নজর সুপ্রিম কোর্টে

নির্বাসনের হুঁশিয়ারি ফিফার

নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, বিতর্কে ভারতীয় ফুটবলকে শেষ করার খেলায় মেতেছেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে ও তাঁর সঙ্গীরা। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে নতুন গঠনতন্ত্র তৈরি এবং নির্বাচন করা নিয়ে কল্যাণদের দীর্ঘ টালবাহানার জেরে এবার ফিফার শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে এআইএফএফ-কে। ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা দেখে নড়েচড়ে বসেছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফা। মঙ্গলবার রাতে ফিফা ও এএফসি যৌথভাবে দু'পাতার কড়া চিঠি দিয়েছে এআইএফএফ-কে। সেখানে নতুন গঠনতন্ত্র তৈরি করে নির্বাচনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ করতে না পারলে ফের ভারতীয় ফুটবলে নেমে আসবে নির্বাসনের খাঁড়া। সেক্ষেত্রে ক্লাব ও জাতীয় দলের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হবে। সমস্যায় পড়বে মোহনবাগান, গোয়া এবং ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল।

এর আগে ২০২২ সালে ফিফা নির্বাসিত করেছিল এআইএফএফ-কে। সেই নির্বাসন তুলতে একটা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে একটা অন্তর্বর্তী কমিটি গড়া হয়। ফেডারেশন সভাপতি পদে আসেন কল্যাণ। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওয়ের তত্ত্বাবধানে সংশোধিত গঠনতন্ত্র তৈরির কাজও চলতে থাকে। ঠিক হয়েছিল, নতুন গঠনতন্ত্র মেনে নির্বাচন হবে। গঠনতন্ত্র তৈরির কাজ শেষে তা এখন সর্বোচ্চ আদালতের অনুমোদনের অপেক্ষা। ইতিমধ্যেই শুনানি শেষ। দ্রুত সুপ্রিম কোর্টের রায়দান। এর মধ্যে এমআরএ চুক্তি নবীকরণ নিয়ে জটিলতায় আইএসএল অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এবার ফিফার কড়া বার্তায় বিপাকে ফেডারেশন।

ফিফা চিঠিতে লিখেছে, 'নতুন গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করা এবং তার রূপায়ণে বারবার দেরি হওয়ায় তারা গভীরভাবে চিন্তিত। ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি ওঠার পর থেকেই ঝুলে রয়েছে। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি হয়নি। দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থার ফলে প্রশাসনিক এবং পরিচালনাগত সংকট তৈরি হয়েছে। ঘরোয়া প্রতিযোগিতার ক্যালেন্ডার নিয়ে ক্লাব এবং খেলোয়াড়রা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২৫-এর পর আইএসএলের বাণিজ্যিক স্বত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ক্লাবগুলি এবং ফুটবলাররাও তাদের চুক্তি নিয়ে অন্ধকারে। লিগ হওয়া নিয়ে সংশয়।

ফিফা ও এএফসি-র তরফে তিনটি শর্ত দেওয়া হয়েছে। (১) সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুসারে সংশোধিত গঠনতন্ত্র তৈরি করতে হবে। (২) ফিফা ও এএফসি'র নিয়ম অনুসারে এআইএফএফ-এর সংশোধিত গঠনতন্ত্র তৈরি করতে হবে। (৩) এআইএফএফ-এর পরবর্তী কার্যকরী কমিটির সভায় নতুন গঠনতন্ত্রকে অনুমোদন দিতে হবে।

জাতীয় ক্রীড়া বিল, ফিফা ও এএফসি-র নিয়ম মেনে এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে চলতি বছরের ৩০ অক্টোবরের মধ্যে। আর এই সময়সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হলে ফিফা এবং এএফসি পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবে। এই সব কিছুর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। না হলেই নির্বাসনের শাস্তির মুখে পড়তে হবে।

বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টে আইএসএল নিয়ে শুনানি রয়েছে। আইএসএল কীভাবে এবার হবে, তা নিয়ে ফেডারেশন ও এএফএসডিএল তাদের যৌথ প্রস্তাব আদালতকে জানাবে। একইসঙ্গে ফিফার এই চিঠিও তুলে ধরবে এআইএফএফ।

শেষ মুহূর্তের গোলে হার মোহনবাগানের

কাস্টমসের নায়ক রৌনক।

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের গত ম্যাচে বেহালা স্পোর্টিংকে ৫-২ গোলে হারিয়ে সুপার সিক্সে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রেখেছিল মোহনবাগান। বুধবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নেমে ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে দিশাহীন ফুটবল খেলে হার বাগানের রিজার্ভ দলের। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের দল মোহনবাগানকে হারাল ১-০ গোলে। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে রৌনক পাল গোল করে কাস্টমসকে দুরন্ত জয় উপহার দিলেন। এই হারে মোহনবাগানের সুপার সিক্সে খেলার আশা কার্যত শেষ। ৯ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ছ'নম্বরেই ডেগি কার্ডোজোর দল। কাস্টমস ১৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে।

লিয়ন কাস্তানা, সন্দীপ মালিক-সহ পাঁচ ফুটবলারকে এদিন পায়নি মোহনবাগান। পাসাং দোরজি তামাং সিনিয়র দলে। তাঁকে ছাড়েননি হেড কোচ জোসে মোলিনা। গোটা ম্যাচে মোহনবাগান ফুটবলারদের প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায়নি। তবু ৮০ ও ৮৭ মিনিটে দু'টি সহজ সুযোগ নষ্ট করে জয়ের সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেয় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এরপর সংযুক্ত সময়ের শেষ মিনিটে রৌনকের গোলে বাজিমাত করে কাস্টমস।

হেরে লিগের লড়াই থেকে আরও দূরে সরে মোহনবাগান কোচ ডেগির সাফাই, লিগ নয়, তাঁরা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ভাবছেন। কাস্টমস কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বললেন, মোহনবাগানকে আমরা ৮ গোলে হারাতে পারতাম। বৃহস্পতিবার মহামেডান খেলবে এরিয়ানের বিরুদ্ধে।

আজ ডায়মন্ড লিগে নীরজ, চোখ ট্রফিতে

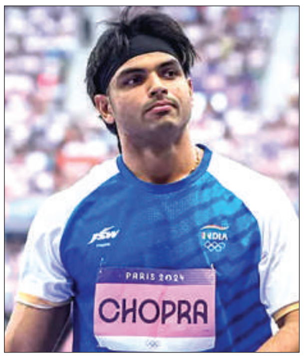

জুরিখ, ২৭ অগাস্ট : বুধবার থেকে জুরিখে শুরু হল ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল। তবে নীরজ চোপড়া নামবেন বৃহস্পতিবার। কারণ পুরুষদের জ্যাভলিন ইভেন্ট রয়েছে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনে। ২৭ বছর বয়সী নীরজ ২০২২ সালে ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল খেতাব জিতেছিলেন। তবে গত বছর ০.০১ মিটারের জন্য দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন। ২০২৩ সালেও তিনি দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছিলেন।

এবার তাই ডায়মন্ড লিগ খেতাব জিততে মরিয়া জোড়া অলিম্পক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা। এবছর ডায়মন্ড লিগের মাত্র দু'টি লেগে অংশ নিয়েছিলেন নীরজ। দোহা ডায়মন্ড লিগে কেরিয়ারের প্রথমবার ৯০ মিটারের বেশি থ্রো করলেও, দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন। এরপর প্যারিস ডায়মন্ড লিগে ৮৬.১৬ মিটার ছুঁড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তবে ডায়মন্ড লিগের শেষ দু'টি লেগ (সাইলেসিয়া এবং ব্রাসেলস) থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

তবে খেতাব জয়ের লক্ষ্যে নীরজের বড় চ্যালেঞ্জ গতবারের চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডারসন পিটার্স এবং জুলিয়ান ওয়েবার। এছাড়া ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর কেশর্ন ওয়ালকটও রয়েছেন। আগামী মাসেই রয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। তার আগে ডায়মন্ড লিগ খেতাব জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিতে মরিয়া নীরজ।

শেষ ষোলোয় সিন্ধু, সাত্ত্বিকরা

প্যারিস, ২৭ অগাস্ট : বহুদিন পর চেনা ফর্মে পিভি সিন্ধু। বুধবার দুর্দান্ত খেলে ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিলেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার। এদিন সিন্ধুর প্রতিপক্ষ ছিলেন বিশ্বের ৪০ নম্বর কারুপথেবন লেতসানা। মালয়েশীয় শাটলারকে ২১-১৯, ২১-১৫ গেমে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট আদায় করে নেন সিন্ধু। সরাসরি গেমে জিতলেও, প্রথম গেমে সিন্ধুকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিলেন লেতসানা। একটা সময় সিন্ধু ৯-১৭ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছিলেন। সেখান থেকে দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে গেম জিতে নেন সিন্ধু। দ্বিতীয় গেমে অবশ্য সিন্ধু অনেকটাই সহজে জয় পেয়েছেন। এদিকে, সিন্ধুর জয়ের দিনে সহজেই ছেলেদের ডাবলসের শেষ ষোলোয় উঠেছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। ভারতীয় জুটি প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়েছিলেন। এদিন দ্বিতীয় রাউন্ডে সাত্ত্বিক ও চিরাগ ২২-২০, ২১-১৩ সরাসরি গেমে হারিয়েছেন চিনা তাইপের জুটিকে।

সাফে দাপট

থিম্পু : অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে অপ্রতিরোধ্য ভারত। অনুষ্কা কুমারীদের দাপটে বুধবার ভুটানকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে ফাইনালের পথে ভারতীয় মেয়েরা। প্রতিযোগিতায় কোনও গোল না খেয়ে টানা চার ম্যাচ জিতল ভারত। অপ্রতিরোধ্য ভারতীয় দলের হয়ে জোড়া গোল করে অনুষ্কা। বাকি তিন গোলদাতা স্বেতা রানি, জুলন নঙ্গমইথেম এবং নীরা চানু।

কমনওয়েলথ নিয়ে ছাড়পত্র

নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের পথে একটা ধাপ এগোল ভারত। বুধবার এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের দাবি জানানোর জন্য ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থাকে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আর এই অনুমোদনের পর ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস ভারতের মাটিতে হওয়ার সম্ভাবনা আরও জোরালো হল। ভেনু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে আমেদাবাদ শহরকে। ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ৭২টি দেশ অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে বিভিন্ন দেশের বিশাল সংখ্যক অ্যাথলিট, কোচ, কর্মকর্তা, সমর্থক এবং সাংবাদিকরা ভারতে আসবেন প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে শেষবার কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন করেছিল ভারত। টুর্নামেন্ট হয়েছিল দিল্লিতে। অত্যন্ত সফলভাবেই আয়োজিত হয়েছিল সেই টুর্নামেন্ট। সম্প্রতি আমেদাবাদ শহরের পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছে কমনওয়েলথ স্পোর্টের একটি প্রতিনিধি দল।

মাঠে ময়দানে

28 August, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এশিয়া কাপ জিতবে ভারত, ভবিষ্যদ্বাণী বীরেন্দ্র শেহবাগের

আইপিএল থেকে অবসর অশ্বিনের

চোখ বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে

নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন গত বছরের ডিসেম্বরে। এবার আইপিএল থেকেও অবসরের কথা ঘোষণা করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বুধবার গোটা দেশ গণেশ চতুর্থী পালন করছে। আর এই দিনটাকেই অশ্বিন বেছে নিলেন অবসর ঘোষণার মুহূর্ত হিসাবে।

সোশ্যাল মিডিয়াতে তিনি লিখেছেন, বিশেষ দিন। তাই একটা বিশেষ শুরু। সবাই বলেন, প্রত্যেকটি সমাপ্তি একটি নতুন সূচনার ইঙ্গিত। আইপিএলের ক্রিকেটার হিসাবে আমার যাত্রা আজই শেষ হচ্ছে। আবার আজ থেকেই বিভিন্ন লিগে ক্রিকেটের অভিযাত্রী হিসাবে আমার অভিযান শুরু হচ্ছে। অশ্বিনের সংযোজন, এতগুলো বছর ধরে দারুণ সব স্মৃতি ও সম্পর্ক রাখার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিদের ধন্যবাদ। আজ পর্যন্ত যা পেয়েছি, তার জন্য আইপিএল এবং বিসিসিআইকে ধন্যবাদ। আগামী দিনগুলো দারুণভাবে উপভোগ করতে চাই।

অশ্বিনের বার্তাতেই স্পষ্ট, এবার তিনি বিদেশের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে খেলবেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আগেই বিদায় নিয়েছেন। এবার আইপিএল থেকেও সরে গেলেন। ফলে বিদেশি লিগে খেলতে তাঁর আর কোনও সমস্যা রইল না।

চলতি মাসের শুরুতেই চেন্নাই সুপার কিংস কর্তৃপক্ষকে অশ্বিন বার্তা দিয়েছিলেন, মিনি নিলামের আগে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। শুধু দল নয়, সিএসকে অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর অফ অপারেশনস পদ থেকেও ইস্তাফা দিতে চেয়েছিলেন। আইপিএলে ২২১ ম্যাচে অশ্বিনের শিকার ১৮৭ উইকেট। ব্যাট হাতে করেছেন ৮৩৩ রান। তবে চেন্নাইয়ের হয়ে গত আইপিএলে ৯ ম্যাচে মাত্র ৭ উইকেট নিয়েছিলেন অশ্বিন।

বিপাকে গম্ভীর

নয়াদিল্লি : আইনি জটে গৌতম গম্ভীর! কোভিড অতিমারির সময় তাঁর বিরুদ্ধে ওষুধ মজুত করার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছিল। নিম্ন আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার উপরে স্থগিতাদেশ জারি করল না দিল্লি হাইকোর্ট। আগামী ২৯ অগাস্ট মামলার পরবর্তী শুনানির দিন। সেদিন গম্ভীরকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, কোভিডের সময় গম্ভীর ছিলেন পূর্ব দিল্লির বিজেপি সাংসদ। সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত পরিমাণে ওষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম মজুতের অভিযোগ ওঠে।

শীর্ষে শুভমন

দুবাই : আইসিসি ওয়ান ডে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন শুভমন গিল। বুধবার যে তালিকার প্রকাশ হয়েছে, তাতে ৭৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছেন শুভমন। দ্বিতীয় স্থানে রোহিত শর্মা। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৫৬। তিন নম্বরে রয়েছেন পাকিস্তানের বাবর আজম। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৩৯। তালিকার চারে ৭৩৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন বিরাট কোহলি। প্রথম দশে আছেন আরও এক ভারতীয় শ্রেয়স আইয়ার। ৭০৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনি রয়েছেন আট নম্বরে।

টেস্ট দিয়েই অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে রোহিতকে

মুম্বই, ২৭ অগাস্ট : আগামী অক্টোবরে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে এবং টি-২০ সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। জোর চর্চা, এই সিরিজ খেলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন রোহিত শর্মা। এদিকে, অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে ভারত এ দলও। ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৩ ও ৫ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে তারা। রোহিত নিজে এ দলের হয়ে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে খবর। কিন্তু তার আগে ফিটনেস পরীক্ষায় বসতে হবে হিটম্যানকে!

জানা গিয়েছে, আগামী ৩০ ও ৩১ অগাস্ট বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ইয়ো-ইয়ো টেস্ট দেবেন রোহিত। তবে তিনি একা নন, কে এল রাহুল-সহ আরও কয়েকজন ক্রিকেটারও এই ফিটনেস পরীক্ষায় বসবেন। তবে বিরাট কোহলিকে এই ফিটনেস টেস্ট দিতে হবে কি না, তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। বিরাট এই মুহূর্তে লন্ডনে। সেখানেই অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। তিনি কবে দেশে ফিরবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আরও জানা গিয়েছে, ইয়ো-ইয়ো টেস্টে পাশ করলেই রোহিত অস্ট্রেলিয়া যাবেন। আগেই শোনা গিয়েছিল, ভারতীয় ক্রিকেটে এবার থেকে চালু হতে চলেছে ব্রঙ্কো টেস্ট। এই ফিটনেস টেস্ট সাধারণত রাগবি খেলোয়াড়রা দিয়ে থাকেন। তবে বোর্ড সূত্রের খবর, রোহিতকে ব্রঙ্কো নয়, আপাতত শুধু ইয়ো-ইয়ো টেস্ট দিতে হবে।

আমাদের নয়, নিজেদের ক্রিকেট নিয়ে ভাবো : সানি

মুম্বই, ২৭ অগাস্ট : নিজের দেশের ক্রিকেট নিয়ে ভাবো। আমরা আমাদেরটা ভেবে নেব। ভারতীয় ক্রিকেটে নাক গলানো বিদেশি প্রাক্তনদের এভাবেই পাল্টা দিলেন সুনীল গাভাসকর।

এশিয়া কাপের দলে শ্রেয়স আইয়ার না থাকায় ভিন দেশের বহু ক্রিকেটার নানা মন্তব্য করেছেন। জাতীয় নির্বাচকদের এভাবে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেওয়া পছন্দ হয়নি প্রাক্তন ওপেনারের। স্পোর্টসস্টার-এ নিজের কলামে তিনি লিখেছেন, আমার হাসি পায় এটা দেখে যে বিদেশি ক্রিকেটারদের যাদের এই বিষয়ে কোনও দায় ও জ্ঞান নেই, তারা এই বিতর্কে ঢুকে পড়ে আগুন দিচ্ছে। হতে পারে তারা গ্রেট ক্রিকেটার এবং ভারতে অনেক ক্রিকেট খেলেছে, কিন্তু এটা তো তাদের বিষয় নয়!

শ্রেয়সকে বাদ দেওয়া নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে ঝড় বয়ে গিয়েছে। প্রচুর মন্তব্য এসেছে। কিন্তু গাভাসকর অবাক হয়ে গিয়েছেন এটা দেখে যে, নিজেদের দল নির্বাচনের সময় এই বিদেশিরা চুপ করে থাকেন। আর যদি বা কিছু বলেন, তো সেটা দারুণ দল হয়েছে গোছের কিছু। তাহলে ভারতের বেলায় এত কথা কেন? সানি কারও নাম করেননি। কিন্তু ব্র্যাড হাডিন, এবি ডিভিলিয়ার্সরা শ্রেয়সের বাদ পড়া নিয়ে চড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন। হাডিন বলেন তিনি এতে অবাক হয়েছেন। আর এবির প্রতিক্রিয়া ছিল নিশ্চয়ই বন্ধ ঘরে কিছু একটা হয়েছে।

গাভাসকর এসব নিয়ে বলেছেন, এগুলো পাবলিক মিডিয়ায় ভিউস আর ফলোয়ার্স বাড়ানোর ফন্দি। ভারত নিয়ে বললে সংখ্যাটা দ্রুত বাড়ে। নেগেটিভ কিছু বললে সংখ্যাটা আরও বাড়তে থাকে। তিনি এই ইস্যুতে ভারতীয় মিডিয়াকেও একহাত নিয়েছেন। বক্তব্য খুব পরিষ্কার, বিদেশ সফরে নিজেদের ভুলে বিদেশি ক্রিকেটারদের ইন্টারভিউয়ের খোঁজে থাকে তারা।

অস্ত্রোপচার হল ক্লার্কের

মেলবোর্ন, ২৭ অগাস্ট : ত্বকের ক্যানসারে আক্রান্ত। আগেই জানিয়েছিলেন মাইকেল ক্লার্ক। এবার অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়কের অস্ত্রোপচার হল। ৪৪ বছর বয়সি ক্লার্ক বুধবার সোশ্যাল মিডিয়াতে অস্ত্রোপচারের পর নিজের ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে ক্লার্কের নাকের পাশে অস্ত্রোপচার হয়েছে। সঙ্গে তিনি লিখেছেন, ত্বকের ক্যানসার বাস্তব! বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়াতে। আজ আমার নাকের একটা অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। ক্লার্ক আরও লিখেছেন, ত্বকের পরীক্ষা করানোর জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি। প্রতিকারের থেকে প্রতিরোধ ভাল। আমার ক্ষেত্রে নিয়মিত পরীক্ষা এবং প্রাথমিক স্তরে ক্যানসার ধরা পড়াটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর জন্য চিকিৎসকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ২০০৬ সালে প্রথমবার তাঁর ত্বকে ক্যানসার ধরা পড়েছিল। তার পর থেকে নেই-নেই করে মোট ছ'বার তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে।

১ বলে ২০ রান শেফার্ডের!

গায়ানা, ২৭ অগাস্ট : এক বলে ২০ রান! ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলতে নেমে সেন্ট লুসিয়া কিংসের বিরুদ্ধে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন রোমারিও শেফার্ড। ম্যাচের ১৫তম ওভারে সেন্ট লুসিয়ার ওশানে টমাস তৃতীয় বলটি নো করেন। শেফার্ড ওই বলে কোনও রান করতে না পারলেও, ফ্রি হিটে ছয় মারেন। কিন্তু সেটিও নো বল! ফলে আরও একটি ফ্রি হিট। এবারও বল সীমানার বাইরে উড়িয়ে দেন শেফার্ড। সেটিও নো হওয়াতে ফের ফ্রি হিট এবং এবারও ছক্কা হাঁকান শেফার্ড। শেষ পর্যন্ত তিনি পাঁচটি চার ও সাতটি ছয়ের সাহায্যে ৩৪ বলে ৭৩ রান করেন।

ঘাম না ঝরিয়েই দ্বিতীয় রাউন্ডে সিনার-ইগা

নিউ ইয়র্ক, ২৭ অগাস্ট : প্রত্যাশামতোই ইউএস ওপেনে জয় দিয়ে শুরু করলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার। জয় পেলেন মেয়েদের দ্বিতীয় বাছাই ইগা সুইয়াটেকও।

অসুস্থতার কারণে সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালের মাঝপথেই ম্যাচ ছেড়েছিলেন সিনার। এর পর নাম তুলে নিয়েছিলেন ইউএস ওপেনের মিক্সড ডাবলস থেকেও। যদিও সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে সেভাবে ঘাম না ঝরিয়েই দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে গেলেন সিনার। প্রতিদ্বন্দ্বী চেক প্রজাতন্ত্রের ভিট কপরিভাকে ৬-১, ৬-১, ৬-২ স্ট্রেট সেটে হারান তিনি। ছেলেদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভও। জার্মান তারকা মাত্র দু'ঘণ্টায় ৬-২, ৭-৬, ৬-৪ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন প্রতিপক্ষ আলেকজান্দ্রো টাবিলোকে।

জয়ের পর সিনার ও ইগা। ইউএস ওপেনে।

অন্যদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসে সহজ জয় পেয়েছেন ইগা। ছ'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবজয়ী ইগা ৬-১, ৬-২ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন কলম্বিয়ার অবাছাই খেলোয়াড় এমিলিয়ানা অ্যারাঙ্গোকে। তবে রীতিমতো লড়াই করে জিততে হয়েছে মেয়েদের আরেক তারকা কোকো গফকে। তিন সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, গফ ৬-৪, ৬-৭, ৭-৫ ব্যবধানে হারিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার আজলা টমলানোভিচকে। প্রথম সেট জেতার পর, দ্বিতীয় সেটে একটা সময় ৪-২ গেমে এগিয়ে ছিলেন গফ। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে টাইব্রেকারে সেট জিতে নেন টমলানোভিচ। তৃতীয় সেটেও রুদ্ধশ্বাস লড়াই হয়েছে। যদিও গফ শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেন। এদিকে, দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন নাওমি ওসাকাও। তিনি মাত্র ৮৩ মিনিটে ৬-৩, ৬-৪ সেটে হারিয়েছেন বেলজিয়ামের গ্রিট মিনেনকে।